

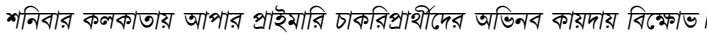
কলকাতা সংস্করণ

A man with dark hair, wearing a blue and white plaid shirt over a white t-shirt, is looking towards a large glass jar filled with red jam. The jar has a gold-colored lid. The background is slightly blurred, showing what appears to be a kitchen or food preparation area.

પૃષ્ઠા ૧

৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 152 • 12 March, 2023 • Sunday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

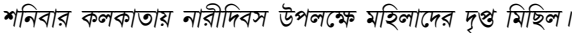


ফটো : দিলীপ ভৌমিক

স্টাফ রিপোর্টার : সংসদের
উভয় কক্ষ সহ রাজ্যের
আইনসভাগুলিতে নারীদের
জন্য ৩৩ শতাংশ আসন
সংরক্ষণ করতে হবে।

মিছিলে পা মেলায়
পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির
রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা
শ্যামপ্রী দাস, সংগঠনের নেত্রী
মধুছন্দা দেব, পারমিতা

সমসদের উভয়ক্ষে নারীদের
জন্ম ৩৩ শতাংশ আসন
সংরক্ষিত হয়নি। এখন
ভারতের রাজ্যগুলিতে
আইনসভায় সার্বিকভাবে
নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ
আসন সংরক্ষিত হয়নি। রাষ্ট্র-
ষাটে, পথে-প্রান্তরে এবং
কমিট্টায়ে মহিলাদের উপর
নির্যাতন বেড়েই চলেছে সারা
দেশে, পশ্চিমবঙ্গেও। এরা জে-
সেই যে শুরু হয়েছিল
পার্কিস্টিতে তারপর আর থেমে
নাথাকে। তারপর কামদুর্নি,
কাটোয়ী, বর্ধমান, কাকদ্বীপ,
জলপাইগুড়ি, নদীয়ার হাঁসওল
নারীরা নির্যাতনের পর্দা ফাঁস করে
দিয়েছে। নারীরা শাসকদল
মদমদপুষ্ট সমাজ বিরোধীদের
দ্বারা ধর্ষিতা সহ বিভিন্নভাবে
নির্যাতিত হচ্ছেন। স্থানীয়
থানাতে অভিযোগ দায়ের
করতে গেলে পুলিশের
২ পৃষ্ঠায় দেখুন



ফটো : কালান্তর

আজ আমি একা, সংখ্যাটা দ্রুত ১০০ হবে

এদিন এসে তিনি অধ্যক্ষ বিমান
বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে সরাসরি আগে দেখা করেন।
তারপর বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন,
আজকে প্রথমবার বিধানসভায় এলাম। আমার সঙ্গে
স্পিকারের কথা হালো। উনি বললেন আমার
শপথের ব্যাপারে রাজভবন থেকে কোন মেসেজ বা
চিঠি আসেনি। আসলে আমাকে জানাবেন। খুব ভাল
অনুভূতি। খুব ভাল লাগছে আমার। আমি যেসব
প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিলাম জনসাধারণকে সেই সব
প্রতিশ্রুতির দাবি রাখব বিধানসভায়। সব কাজই
হবে। আশা করি, আমাকে কাজ করতে সাপোর্ট
করবে সরকার।

বাইরন বিশ্বাস আজই প্রথম বিশ্বাসনভায় পা রাখলেন। তাঁকে সঙ্গে করে বিশ্বাসনভায় এসেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের দুই প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্র এবং নেপাল মাহাতা স্বাধীনতার পর প্রথম, একুশের বিশ্বাসনভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস শূন্য হয়ে গিয়েছিল। বাইরনের জয়ের পাশ্চাত্তর কংগ্রেস শূন্য থাকছে না বিশ্বাসনভায়। আইএসএফের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীও বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে বিশ্বাসনভায় এসেছেন। শুধু বাম কৈনও প্রার্থী এখনও নেই। বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী হিসাবেই সাগরদীঘির ৫০ হাজারের হারা আসন ২৩ হাজার ভোটে জিতেছেন বাইরন। তাই তাঁরা আত্মবিশ্বাস, একা বিশ্বাসনভায় এসে শনিবার ১০০ আসনের স্বপ্ন দেখাতে চাইলেন বাইরন।

স্টাক রিপোর্টার : সাগরদিবির উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছেন বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস। শনিবার বিধানসভায় এসেছিলেন তিনি। স্পিকার বিমান বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু জেতাঁর পর বেশ কয়েকদিন হলেও এখনও বিষয়ক নিয়ে হঠাৎ করে শপথগ্রহণ হয়নি তাঁরা। বেশ? বাইরন বিশ্বাস সংবাদ মাধ্যমে বলেছেন, এখনও বিধানসভায় রাজ্যপালের তরফে শপথের কোনও বার্তা আসেনি। এরপরই এদিন বিকেলে বাইরন বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে রাজভবনে পৌঁছে গিয়েছিলেন। প্রদশ্নে কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী ছিলেন প্রাক্তন দুই বিষয়ক অসিত মিত্র, নেপাল মাহাত্ম ও কৈস্তভ বাগ্গটা। সেখান থেকে বেরিয়ে অধীর বলেন, বাইরন জিতেছে ২ তারিখ। আজ ১১ তারিখ। এখনও বিধানসভার বাইরে। স্পিকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন,

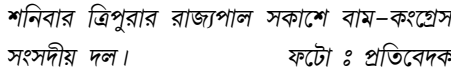
রাজভবন থেকে নোটিশ আসছে না। রাজভবন থেকে যাতে বিজ্ঞপ্তি তড়াতাড়ি যায়, সেই আবেদন রাখতেই রাজভবনে আসা।

এছাড়া কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে যাতে আগামী পঞ্চায়েত ভোট করা হয় সেদিকটিও রাজ্যপালকে খতিয়ে দেখার অনুরোধ করা হয়েছে হাত শিপিদের তরফে। বিধায়কদের শপথগ্রহণের বিষয়টি পরিসীদায় দফতর থেকে রাজভবনে পাঠানো হয়ে থাকে। তারপর রাজভবন থেকে সেই মতো নোটিফিকেশন জারি হয়। বাইরেরনর ক্ষেত্রে কী হয়েছে? রাজ্যের পরিসীদায় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, তাঁর দফতর থেকে রাজ্যপালের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। রাজ্যপালের অনুমোদন এসে গেলেই শপথগ্রহণ হবে। রাজ্যপাল নোটিশ এক ঘণ্টার মধ্যেও দিতে পারেন আবার এক মাস পরেও দিতে পারেন। পুরোটিই রাজ্যপালের উপর নির্ভর করছে।

অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের ৪দফা দাবিসনদ পেশ

প্রসঙ্গত, এই ঘটনা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করতে
বাম-কংগ্রেসের ৮ সদস্যের সংসদীয় দল শূক্রে ও
শনিবার ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন ও
আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনটি ভাগে ভাগ
হয়ে তাঁরা বিভিন্ন উপকৃত এলাকায় যান। সঙ্গে

রাজার বাম- কংগ্রেস নেতারাও তাঁদের সাহায্য করেন। আশ্চর্যের হল সরকারী সংসদীয় দলকেও দলকেও বিজেপি দুষ্কৃত্যের দ্বারা আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মোহনপুর এবং বিশালগা। নেহালচন্দ্র নগর। যেখানে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে বাম কংগ্রেস সংসদীয় দলের উপর বিজেপি দুষ্কৃত্যের আক্রমণ ঘটে। শুক্রবারই এর প্রতিবাদ করে বিবৃতি দেন বাম-কংগ্রেস নেতৃদ্বয় আক্রান্তদের পাশ ছাড়বেন না বলে ঘোষণা করেন। শনিবার রাজ্যপাল ২ পৃষ্ঠায় দেখুন



স্টাক রিপোর্টার্স ৪ হাইকোর্টের নির্দেশের পর চাকরি গেল গ্রুপ সি পনের ৮৪২ জনের। শনিবার দুপুরে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিয়োগপত্র বাতিলের কথা জানিয়ে দিল মধ্যাধিকা পর্ষদ। ২০১৬ সালের গ্রুপ সি-র নিয়োগ কনিষ্ঠ বিত্তর অভিযোগ উঠেছিল। হাইকোর্টের নির্দেশেই তদন্ত শুরু করে সিবিআই। সেই তদন্তে উঠে আসে উত্তরবঙ্গ বা ওএমআর শিট কার্যচূপির ঘটনা। অভিযোগে ওঠে নম্বর বাড়িয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সুপারিশ ছাড়াই চাকরি পেয়েছেন কেউ কেউ এমন অভিযোগও সামনে আসে। সেই মামলার শুনানিতেই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৮৪২ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি বলেন, শনিবার দুপুর তিনটের মধ্যে ৮৪২ জনের নিয়োগপত্র বাতিল করতে হবে। সেই নির্দেশের পরই শনিবার দুপুর তিনটের আগেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে গ্রুপ সি পনের অযোগ্য প্রার্থীদের চাকরি বাতিলের কথা জানিয়ে দিল পর্ষদ।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই অবস্থি বাড়ছে শাসকদলের। আধার পথে চাকরির খোঁজ মিললেই পণ্ডতে হচ্ছে কোর্টের রোখানলে। একদিন আগেই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে গ্রুপ সি-তে চাকরি গিয়েছে ৮৪২ জনের। যাদের চাকরি বাতিল হয়েছে সেই চাকরির রয়েছে শিলিগুড়ির ছয় জন। শিলিগুড়ি গেটলাইন এনজোপি রেলগুয়ে কলোনি স্কুলে চাকরি করতেন প্রিয়ঙ্কা দে। তিনিও খুঁইয়েছেন চাকরি। হাইকোর্টের রায় সামনে আসার পর এদিন স্কুলেও আসেননি তিনি। তাঁর বাড়ি শেখবন্ধু পাড়ায়। সেখানে তাঁর বিশাল অট্টালিকা সামনের পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করেও দেখা মেলেনি প্রিয়ঙ্কার। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিদ্ধার্থ শংকর বৈশ্য বলেন, গত শুক্রবার থেকে স্কুলে আসছেন না প্রিয়ঙ্কা। আদালতের নির্দেশ দেখেছি। কামিনী ও রণ ঘাড়া নির্দেশিকা দেবে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করব। এই এনজোপি ও রেলগুয়ে কলোনি স্কুলের পরিচালনা সমিতির সভাপতি স্থানীয়

তৃমুজল নেতা পার্থ দেন। তাঁর স্ত্রী রুবি রাহা দেন স্থানীয় শেখবন্ধু বিদ্যাপিঠের প্রপু-সি কর্মী। তিনিও চাকরি খুঁয়েছেন। চাকরি গিয়েছে ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা দলের ডায়মন্ড হারবার টাউন সভাপতি অমিত সাহারা। অমিতের বোঁজে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সলজ পল্ল রোডের বাড়িতে গোল্ড পাওয়া যায়নি তাঁকে। অনেক ডাকাডাকি করেও দেখা মেলেনি তাঁর।

গ্রেপ সি নিয়োগ দুর্নীতিতে বরখাস্তদের তালিকায় নাম পাওয়া গেল মন্ত্রীরা ভাইয়েরা। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতোর ভাই খেবন মাহাতকে চাকরি থেকে বরখাস্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদালতের এই নির্দেশের পর আন্ডারট্রাউন্ড হয়ে গিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব মন্ত্রীমাশাইয়ের প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি। গ্রেপ সি নিয়োগ দুর্নীতিতে ৮৪২ জনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে সেই তালিকা। তার মধ্যে ২৮৪ নম্বরে রয়েছে প্রবাক মাহাতোর নাম। তিনি রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতোর ভাই।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, শ্রীকান্ত মাহাতো মেরে কেটে উচ্চ মাধ্যমিক পাস। দাদা মন্ত্রী হওয়ার পরেই চাকরি পান তিনি। ৫ বছর ধরে তিনি বাড়ামেরে স্কুলে করণিণের চাকরি করছেন। সপ্তাহান্তে শালনির বাড়ি ফেরেন তিনি। শুক্রবার বাড়ি ফিরেছিলেন। সন্ধ্যায় একটি বিয়েবাড়িতে যোগদান করেন। তারপর এলাকায় খোকনের চাকরি যাওয়া নিয়ে শোরগোল শুরু হয়। শনিবার সকাল থেকে খোকন বা তাঁর পরিবারের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। বাড়িও তালাবদ্ধ। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, খোকন বাড়িও উচ্চ মাধ্যমিক পাস। স্নাতক স্তরের পড়াশুনা শুরু করেও শেষ করতে পারেননি। সবাই জানত দাদার দাম্পত্যেই ওর চাকরি হয়েছে। এব্যাপারে মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতোর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি স্থানীয় কোনও তৃণমূল নেতা।

ধর্মঘাটে অংশ নেওয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকদের ঢুকতে দেওয়া হলনা

নেপথ্যে রয়েছে শাসকদলের হাত

স্টাক রিপোর্টার্স ডিএ পেলে তবেই স্থলে আসবেন। শুক্রবার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে স্থলে অনুপস্থিত থাকায় শনিবার এই কথা বলেই শিক্ষকদের ঢুকতে বাধা দিলেন অভিভাবকরা। পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ির কুলবনি স্থলের অভিভাবকদের এই বিক্ষোভের জেরে শিক্ষকদের ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হল মাঠে। মাত্র ৬ জন শিক্ষক ঢুকতে পারলেন ক্লাসে। ডিএ ধর্মঘট সমর্থন করে যে ১৮ জন গণহাজারি ছিলেন শুক্রবার, তাদের শাস্তি পেতে হল। প্রায় একই পরিস্থিতি কাঁথি, বর্ধমানেও।

শুক্রবার যৌথ মঞ্চের ডাকা ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে কেশিয়াড়ির কলবনি স্কুলের ১৮ জন শিক্ষক অনুপস্থিত ছিলেন। আর শনিবার সকালে স্কুল তুলতেই সেই শিক্ষকদের স্কুল ঢুকতে বাধা দিলেন অভিভাবকদের ও এলাকাবাসীরা। অভিভাবকরা শিক্ষকদের কাছে জানতে চান, শুক্রবার তাঁরা কেন স্কুলে আসেননি? শিক্ষকরা জানান, ডিএ-সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে ধর্মঘট তহিলে, তাই আসেননি। তখনই অভিভাবকরা পালাটা জানান, তাহলে ডিএ পেলে স্কুলে আসবেন। শনিবারও তাঁরা স্কুলে ঢুকতে পারলেন না।

এদিকে, ক্যাঁথিতেও সরকারি ফতোয়া উড়িয়ে শুক্রবার সরকারি কর্মচারীদের ডাকা একদিনের ধর্মঘাটে शामिल হওয়ায় এবার বহিরাগতদের রক্তচক্ষুর কোপে পড়লেন রামনগর ১ ব্লকের খাদানগোবরা জুনিয়ার বেসিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অভিযোগ,

শিক্ষকদের প্যাণ্ট খুলে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখার নিদান দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের স্কুলের বাইরে দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এও ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছে সৈকত শহর দিখা এলাকায়। শিক্ষকদের দাবি, ধর্মঘট সফল হওয়ায় প্রতিহিংসার পথে নেমে শনিবার বহিরাগতদের লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। তবে ১১টা ৪০ মিনিটের পর অভিভাবকরা গিয়ে বহিরাগতদের ফুল খুলতে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদ করায় তাঁরা পিছু হটে বলে দাবি শিক্ষকদের।

জানা গিয়েছে, স্কুলের মোট ৬জন শিক্ষক রয়েছেন। তার মধ্যে ৫ জনই ডিএ-র দাবিতে ধর্মঘটে शामिल হয়ে স্কুল আসেননি শুক্রবার ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যাওয়ায় ওই একজনই ক্লাস নিয়েছেন। এরপর শনিবার সকালে স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা এসে পৌঁছে তাদের স্কুল খুলতে বাধ্য দেওয়া হয় বিহাগতদের পক্ষ থেকে। এমনকি শিক্ষিকাদের খতলকে জড়িয়ে পড়েন বিহাগতরা। এর ফলে দীর্ঘক্ষণ ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের বাইরে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয় বলেও উঠেছে অভিযোগ। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ফারুক আলি খান বলেন, আমরা ধর্মঘটে সামিল হওয়ার জন্যে স্কুলে আসবো না বলেই আগেই সার্বোচ্চ ইলেক্টের কে ইমেলের মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়েছি। একজন শিক্ষক এসে ক্লাস করেছেন। ৬ জন ছাত্রছাত্রী স্কুলে এসেছিল। তাদের পুরো ক্লাস নোদাওয়া হয়েছে। কিন্তু কিছু বিহাগত মানুষ যারা ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভিতরের পাতায়

□ উচ্চমাধ্যমিকে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রী বেশি। পৃষ্ঠা : ২ □ তেজস্বী গেলেন না সিবিআই দপ্তরে। পৃষ্ঠা : ৫ □ দেউলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালি ব্যাঙ্ক। পৃষ্ঠা : ৭

বিশিষ্ট কবি শ্যামল সেন প্রয়াত



সংবাদদাতা : বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও চিত্র সমালোচক শ্যামল সেন প্রয়াত হয়েছেন। গত ১০ মার্চ রাত ১০টায় বাইসাপ সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, কন্যা ও জামাতাকে।

বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় ১৯৪৩ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তার নিজের ভাষায় তিনি আকালের সন্তান। জীবনে চরম দারিদ্র ও নানা ওঠা-পড়ায় নিজেকে গড়ে তুলেছেন। আজীবন তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। সমাজতন্ত্রই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর প্রথম কবিতা ‘মাটি ও মানুষ’ প্রতিকায় প্রকাশিত হয়। দুই বাংলার নানা পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন। কবিতা, কাব্যনাটক অনুবাদ ছাড়াও জাতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র এবং রবীন্দ্র ভাবনা, রবীন্দ্রনাথের গান বিষয়ক নানা গদ্য রচনা পাঠক মহলে স্বীকৃত। তাঁর কবিতার লিরিক মেজাজের সাথে মিশে থাকে তির্যকতার সুর। ১৯৭২ সালে আরবিআই ইউনিউন আয়োজিত কবিতা প্রতিযোগিতায় কবি মনীন্দ্র রায়ের বিচারে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান পান। শিলিগুড়ির নাট্যজগৎ পত্রিকার পক্ষে ১৯৮২ সালে সম্মাননা প্রদান। ১৯৮৯ সালে ক্ষুদ্র পত্রিকা মৈত্রী সমিতির পক্ষ থেকে সামগ্রিক কবিকৃতির সম্মান প্রদান। সাহিত্য অ্যাকাডেমি প্রকাশিত (১৯৯৩) কবিতা ‘সমুচ্চর’-এ ‘এই হাত’ বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। পরিচয় পত্রিকায় তার কবিতা প্রকাশ পায়। ১৯৯৪ সালে ঢাকার বাংলা অ্যাকাডেমি আয়োজিত কবি সম্মেলনে আমন্ত্রিত কবি হিসাবে যোগদান। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘সেক্ষবৃত্তে সময়ের ক্রোধ’, ‘নিশাকালের স্বরধ্বনি’, ‘বধ্যভূমির সিংহাসন’, ‘আংলা দিনের বাংলা’, ‘কলকাতা আমার কলকাতা’, ‘মস্ত্র তার শব্দের কুঠার’, ‘জলের অক্ষরে লেখা’। কাব্য নাটকের মধ্যে ‘মধ্যাহ্নের পদাবদলী’, ‘আত্মীয় জলবশা’, ‘নিহত রাত্রির কণ্ঠস্বর’। অনুবাদ সম্পাদনা ‘চিনের কালজয়ী কিশোর গল্প’, প্রবন্ধের বই ‘কথা না কথার সঁইসাবুদ’। কর্মসূত্রে তিনি স্টেটাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অফিসার পদে নিযুক্ত ছিলেন।

‘দিটি’ নামক একটি স্বেচ্ছাধীন মনন চর্চা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সদস্য ছিলেন।

ষাটের দশকের শেষ দিকে শ্যামল সেন কর্মসূত্রে যোগ দেন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়। সে সময়ের উত্তাল ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনে ছিল তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ। এর পাশাপাশি ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন শ্যামল সেন। সুভদ্র এই মানুষটি তাঁর অমায়িক আচরণের মধ্যে দিয়ে সহজেই কর্মী বন্ধুদের আপন করে নিতে পারতেন।

উচ্চ মাধ্যমিকে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ১৪ মার্চ থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষায় এবার রাজ্যের সব জেলাতেই ছাত্রদের থেকে এগিয়ে গেল ছাত্রীরা। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যের ২৩ টি জেলাতেই ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি ছাত্রদের তুলনায়। এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ৫২হাজার, যা গতবারে তুলনায় এক লক্ষ ৭ হাজার বেশি। গত বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার। এ ’বছর ছাত্রদের সংখ্যা ৪২.৫৭ শতাংশ এবং ছাত্রীদের সংখ্যা ৫৭.৪৩ শতাংশ।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ ’বছর মোট ছাত্র পরীক্ষার্থী ৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৭১ জন, ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা চার লক্ষ ৮৯ হাজার ১৩৫ জন। এ’প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্য সরকার ছাত্রীদের জন্য একাধিক প্রকল্প নিয়ে এসেছে। এটা তারই প্রতিফলন বলে মনে হয়। এ’বছর

মোট ২৩৪৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। সকাল দশটা থেকে দুপুর ১ টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত হবে পরীক্ষা। পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রত্যেকটি পরীক্ষা হলে দু’জন করে নজরদারির জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকবেন। এবারও বাংলা ইংরেজি হিন্দি ও অলচটিক এই চার ভাষায় প্রশ্নপত্র করা হচ্ছে বলেই জানিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

এবছর প্রায় ১৪০০ জন প্রধান পরীক্ষক এবং ৫৫ হাজার পরীক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য। সংসদের তরফ থেকে চালু করা হয়েছে কন্ট্রোল রুমও। ০৩৩ ২৩৩৭০৭৯২ এই কন্ট্রোল রুম থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সংক্রান্ত যে-কোনও সহযোগিতা পাবেন ছাত্র-ছাত্রীরা বলেই সংসদ জানিয়েছে। এদিন সংসদের তরফে পরীক্ষার্থীদের গুজবে কান না দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তা নিয়েও একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে সংসদ। পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোন আটকাতেও তিন দফা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সংসদের তরফে।

মাতলামির প্রতিবাদ করায়

প্রতিবাদীকে পিটিয়ে খুন মালদহে

নিজস্ব সংবাদদাতা : অপরাধ মদ্যপ অবস্থায় বাড়ির সামনে অকথা ভাষায় গালিগালাজের প্রতিবাদ করেছিলেন। প্রতিবেশী যুবককে ধমক দিয়ে বাড়ির সামনে থেকে সরে যেতে বলেছিলেন। এরই চরম খেসারত দিতে হল প্রতিবাদীর পরিবারকে। মদ্যপ অবস্থায় গালিগালাজের প্রতিবাদ করায় বৃদ্ধকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় আহত হয়েছে একই পরিবারের আরও ২জন। চাঞ্চল্যকর ঘটনা মালদহের কালিয়াচক থানার মধুঘাট এলাকায়।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধ উদয় মণ্ডল (৬০)। আহত হয়েছেন স্ত্রী তরুলতা মণ্ডল (৫৫) ও ছেলে উপপল মণ্ডল। তরুলতা মণ্ডল বর্তমানে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। উপপল মণ্ডল মালদহের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, হোলির রাতে মদ্যপ অবস্থায় প্রতিবেশী প্রতাপ চৌধুরী গালিগালাজ করছিল মণ্ডল পরিবারের বাড়ির সামনে। দীর্ঘক্ষণ ধরে কুক্ষতা সহ্য করতে পারেননি। সেইসময় প্রতিবাদ করেন উদয় মণ্ডল। এ’নিয়ে শুরু হয় বচসা ও অশান্তি। এরপরই বৃদ্ধকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করে অভিযুক্ত প্রতিবেশী। বৃদ্ধকে বাঁচাতে যায় ছেলে ও স্ত্রী।

তাঁদেরকেও ধারাল অস্ত্র দিয়ে

কোপানো হয় বলে অভিযোগ। গত দু’দিন ধরে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে কার্যত পাঞ্জা লড়ছিলেন প্রতিবাদী। কিন্তু, আর বাড়ি ফেরা হল না। চিকিৎসা চলাকালীন শুক্রবার সকালে মৃত্যু হয় উদয় মণ্ডলের। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। এই ঘটনার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। ঘটনায় সরব হয়েছেন এলাকার মানুষজন। পুলিশের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন তাঁরা। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ফের বিসি রায়ে শিশুমৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : বিসি রায় শিশু হাসপাতালে আরও এক শিশুর মৃত্যু। শনিবার ভোরের দিকে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁর হেলেন্সা সংক্রমণ বাসিন্দা ওই শিশুপুত্রের বয়স ৭ মাস। ওই শিশু আইসিইউয়ে চিকিৎসাধীন ছিল। ৯ দিন ধরে ভর্তি ছিল সে। এর আগে তাকে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্বর ও শ্বাসকষ্টের জেরে মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। আইসিএমআর নাইসেডের সমীক্ষায় ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। আডিডেনা সংক্রমণে শীর্ষে বাংলা। ইতিমধ্যেই এ নিয়ে নাইসেডের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে স্বাস্থ্যভবন। অ্যাডিনোর তীব্রতা এখন কমছে। তবে কেন এমন হল? কীসের ভিত্তিতে এই সমীক্ষা। সে সব জানতে চেয়ে নাইসেডের কাছে রিপোর্ট চাইবে স্বাস্থ্য ভবন। জানিয়েছেন স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণশ্ররূপ নিগম।



হাওড়ায় তিনকপাটির মোড়ে সিপিআই’এর প্রতিবাদ সভা।

 ফটো : নিজস্ব

কেন্দ্র ও রাজ্যের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে

হাওড়ার তিনকপাটি মোড়ে সিপিআই’র সভা

সংবাদদাতা : কেন্দ্র সরকারের জন বিরোধী বাজেট, ত্রিপুরায় বামকর্মীদের ওপর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর লাগাতার আক্রমণ, আদানি গোষ্ঠীকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখিয়ে সরকারি সুযোগ–সুবিধা প্রদান করে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর আঘাত হানার তদন্ত দাবি করে এবং সমগ্র পশ্চিম বাংলায় নৈরাজ্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা রাজ্য সরকারে আসীন দলের দ্বারা এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার রক্ষায় শনিবার মানিকপুর শাখা ও দক্ষিণ সাঁকরাইল শাখার উদ্যোগে একটি সভা হয় তিনকপাটি পোল সংলগ্ন স্টার ক্লাবের

সামনে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য শ্যামল নস্কর। বক্তব্য রাখেন মানিকপুর শাখা সম্পাদক পলাশ মন্ডল, দক্ষিণ সাঁকরাইল শাখা সম্পাদক আব্দুল কাদের লস্কর, খেতমজুর ইউনিয়ন নেতা আনন্দ ঘোষ, হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য মহঃ সুবীর মন্ডল এবং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ গাঙ্গুলী। এছাড়াও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য সঞ্জয় দাস ও জেলার বর্ষিয়ান সুবীর মন্ডল এবং সুরাবিন্দিন শেখ প্রমুখ। হাওড়া জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি তার বার্তায় কেন্দ্র রাজ্যের দুই সরকারের সমালোচনা করে বলেন এরা

একে অন্যের পরিপূরক, মুদ্রার এপিঠ ও গপিঠ বলা চলে। বর্তমান সময়ে আইএসএফ বিধায়ক নৌসাদ সিদ্দিকী সহ তার দলের কর্মীদের অন্যা্যভাবে শ্রেফতার করা এবং গত মাসে আইনজীবী কৌশ্ভভ বাগচীর বাড়িতে মধ্য রাতে পুলিশ হানা এবং অতঃপর অনা্যভাবে শ্রেফতারের নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে সাগরদীঘি দেখিয়েছে জোটের সুফল স্ট্রেরাচারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সব বামপন্থী ও ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তিকে একত্রিত করে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘের রাজ্য পরিষদের সদস্য আব্দুল কাদের লস্করের সংগীত দিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ভোরেই ডিএ ধরনা–মঞ্চে অসুস্থ আরও এক

স্টাফ রিপোর্টার : কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে হবে। এই দাবিতে প্রতিবাদ চলছে রাজ্য জুড়ে। অনশনে সামিল হয়েছে একাধিক সরকারি কর্মীদের সংগঠন। অনশনের জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অনেকেই। তা সত্ত্বেও মঞ্চ ছাড়তে রাজি নন কেউ। খোদ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস অনশন প্রত্যাহারের আর্জি জানালেও কোনও লাভ হয়নি। এবার সেই অনশন মঞ্চেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন আরও একজন। শনিবার ভোরে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দীপু মুখোপাধ্যায়। নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাট ক্লিনিকে। এদিন সকালে আচমকাই মাথা ঘুরে যায় তাঁর। সাত দিন হল অনশনে অংশ নিয়েছেন ওই ব্যক্তি। শনিবার ভোর ৫টা ৪০ মিনিট নাগাদ বাথরুমে গিয়েছিলেন দীপু। সেখানেই হঠাৎ মাথা ঘুরে তিনি পড়ে যান। সুগার ও প্রেসারের সমস্যা ছিল তার। সেই অবস্থাতেই অনশনে বসেছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গীরাই এদিন তড়িঘড়ি তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে হাট ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে।

এর আগে প্রায় ২৪ দিন ধরে অনশন চালানোর পর অসুস্থ হয়ে পড়েন যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ। তাঁকেও সপ্টলেকের হাট ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছিল। গত রবিবার ধরনা মঞ্চেই আচমকা জ্ঞান হারান তিনি। পরে দেখা যায় তাঁর রক্তচাপ অস্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করছিল। আগেও একাধিকবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। তবে কোনও অবস্থাতেই অনশন প্রত্যাহার করতে রাজি হননি। কয়েকদিন আগেই অনশন প্রত্যাহার করার আর্জি জানিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি দাবি করেছিলেন, এভাবে আন্দোলন চলতে থাকলে একে একে সরকারি কর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তারপরও আন্দোলন জারি রয়েছে। শনিবার ছিল আন্দোলনের ২৯ দিন।

আলিয়াকে ধ্বংস যজ্ঞ থেকে বাঁচাতে আন্দোলন গড়ার আহ্বান ‘আওয়াজ’-এর

স্টাফ রিপোর্টার : আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে বাঁচান। এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে দিকে দিকে আন্দোলন গড়ে তুলুন। শুক্রবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বাস প্রভাবিত ‘আওয়াজ’ নামে একটি সংগঠন এই আওয়াজ তুললো। এদিন সংগঠনের ডাকে দুপুর ২ টো থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত বিক্ষোভ অবস্থান হয়। বিক্ষোভ অবস্থানে আরও যে দাবিগুলি করা হয় সেগুলি হল, অবিলম্বে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউজিসি গাইডলাইন মেনে পূর্ণ সময়ের জন্য স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত সম্পত্তি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর করতে হবে, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত পরিকাঠামো যেমন—হোস্টেল, খেলার মাঠ নির্মাণে রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে, গবেষণা সহ অন্যান্য বিষয়ে রাজ্য সরকারকে আর্থিক দায়িত্ব নিতে হবে, ইউজিসি স্বীকৃত ন্যাক পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে করতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শূন্যপদে মেথার ভিত্তিতে অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং অন্যান্য শিক্ষা-কর্মী শূন্যপদে নিয়োগ করতে হবে। দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য বলেন, ‘আওয়াজ’-এর রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক সহিদুল হক, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রুহুল আমিন গাজী, মহম্মদ নওসাদ।

এদিন নেতৃবৃন্দ বলেন, আলিয়াকে ধ্বংস যজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ছাত্র নেতা আনিস খানকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। কেউ যেন মনে না ভাবে আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেছে। শত শত আনিস খান রয়েছেন। আবার আন্দোলন শুরু হল। চলতে থাকবে।

নিয়োগ দুর্নীতির টাকা সরেছে ভিন রাজ্যেও

স্টাফ রিপোর্টার : নিয়োগ দুর্নীতির টাকা সরেছে ভিন রাজ্যে। সিবিআই তদন্তে এমনই ইঙ্গিত মিলল। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে ধৃত এসএসসি’র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য নিয়োগ দুর্নীতি থেকে আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছেন এমনটাই শুধু নয়, তিনি ভিন রাজ্যেও টাকা সরিয়েছেন বলে সিবিআই সূত্রে খবর। তারই এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মাধ্যমে ভিন রাজ্যে লাভের টাকা বিনিয়োগ করেছেন সুবীরেশ, দাবি সিবিআইয়ের। এই সূত্র ধরেই আগামী দিনে সুবীরেশের ওই আত্মীয়ের বয়ান রেকর্ড করতে চাইছে সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য শিক্ষক থেকে অশিক্ষক কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির সঙ্গে ওতোপ্তোভাবে জড়িত।

বারে বারে আদালতে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে দাবি করেছে সিবিআই। এবার এই সুবীরেশ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ভিন রাজ্যে টাকা সরানোর অভিযোগ আনল সিবিআই। আত্মীয়ের মাধ্যমে কোথায় কত লগ্নি করা হয়েছে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এমনকি তার ওই আত্মীয় কতখানি লাভবান হয়েছেন সেই বিষয়টিও দেখছে সিবিআই। প্রসঙ্গত নিজের আত্মীয়কে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল প্রাক্তন এসএসসি চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। কম নম্বর পেয়েও গ্রুপ সি পদে নিযুক্ত হয়েছেন সুবীরেশের আত্মীয়।

এই তথ্য সামনে আসতেই সুবীরেশের ওই আত্মীয়কে তলব করে বয়ান রেকর্ড করেছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, স্কুলের ক্লারিকাল পদে নিয়োগের জন্য গ্রুপ–সি পদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিল এসএসসি। আর তাতেই দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। কী অভিযোগ? সিবিআই তরফে দাবি করা হয়েছে, টাকার বিনিময়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক অযোগ্য ও অনুষ্ঠীর্ণ প্রার্থীদের। আবার কারও চাকরি হয়েছে বড় কর্তাদের সুপারিশে। নিজের পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে কম নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও গ্রুপ সি পদে নিজের আত্মীর নিয়োগ সুনিশ্চিত করেছিলেন সুবীরেশ ভট্টাচার্য বলে অভিযোগ সিবিআইয়ের।

নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে কলকাতায় বিশাল মিছিল

১ পৃষ্ঠার পর অসহযোগিতা। নারীকে বলা হয় অর্ধেক আকাশ। পৃথিবীর সমস্ত ক্ষেত্রে, দেশ গড়া, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, সমাজ গড়া ও সামাজিক আন্দোলনে দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। নারীদের উপর নির্যাতন হলে আমাদের নারী মুখমস্ত্রী বলেন, এগুলো সামান্য ঘটনা। এর থেকে দূর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? তাই নারী অধিকার আদয়ে লড়াই-আন্দোলন ছাড়া কোনও পথ নেই।

উল্লেখ্য, ৮ মার্চ ছিল বিশ্ব নারী দিবস। কিন্তু এদিন হোলি উৎসব থাকায় দিবসটি পালন করা হয়নি। ৯ মার্চ সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল ছিল। তাই দিনটি উদযাপনে কলকাতায় নারী স্বাধিকার সমন্বয় মঞ্চ এবং বামপন্থী মহিলা সংগঠনগুলির ডাকে শনিবার কলকাতায় বিশাল মিছিল হল। নারী সমন্বয় স্বাধিকার সমন্বয় মঞ্চ ও বামপন্থী নারী সংগঠনগুলি কলকাতা জেলা কমিটি এই মিছিলের আয়োজক হলেও রাজ্য নেতৃত্ব এই কর্মসূচিতে ছিলেন।

শাসকদলের হাত

১ পৃষ্ঠার পর অভিভাবক নন তারা এদিন স্কুলে এসে মারমুখী আচরণ করেন। স্কুল খুলতে বাধা দেন। বর্ধমানের দেওয়ানদিঘির নরেন্দ্রনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়েও একই পরিস্থিতি। সকালে পড়ুয়ারা স্কুলে গিয়ে দেখেন, তালা বন্ধ। এই স্কুলে ২৫০ জন পড়ুয়া। শুক্রবার স্কুলের শিক্ষকরা ধর্মঘটে शामिल হবেন বলে ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর শনিবার স্কুলে গেলে তাঁদের ঢুকতে বাধা দিয়ে তালা আটকে রাখেন অভিভাবকরা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর গাছতলায় দাঁড়িয়েই ছাত্রছাত্রীদের একপ্রস্থ পড়ান শিক্ষক সূত্রত সেন। কিন্তু এদিন আর অন্যান্য ক্লাসই হল না। অভিযোগ, অভিভাবকদের নেপথ্যে রয়েছে শাসকদলের হাত। তা না হলে অভিভাবকদের এত সাহস হত না।

৪ দফা দাবিসনদ পেশ

১ পৃষ্ঠার পর সকাশে গিয়ে সংসদীয় প্রতিনিধিদল পরিস্থিতি নিরসনে তাঁর হস্তক্ষেপ দাবি করেন। এবং ৪ দফা ডাবিসনদ পেশ করেন। সেই ৪ দফার মধ্যে দাবি করা হয় (১) অবিলম্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমগ্র প্রশাসনকে নিযুক্ত করতে হবে। বিজেপি’র সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। (২) সকল দোষীঘেরে গ্রেপ্তার করতে পুলিশকে অধিকার দিতে হবে। (৩) বহুস্থানে অটো ও মোটর রুট বন্ধ করে দিয়ে চালকদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে। এমনকি, তাঁদের গাড়ি খালিয়েও দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে সেইসব রুটে গাড়ি চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। (৪) সকল ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ এবং আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে।

দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে বাঁপ আইনজীবীর

স্টাফ রিপোর্টার : পারিবারিক অশান্তির জের। সেই কারণেই সাত সকালেই দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন এক ব্যক্তি। ওই ব্যক্তি পেশায় একজন আইনজীবী তাঁর নাম মহম্মদ আরিফ আনসারি। বাড়ি কাঁকুড়াগিছিতে।

সূত্রের খবর, শনিবার সকালে বাইক নিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে এসে পৌঁছন তিনি। তারপর রেলিং ধরে ঝুলতে থাকেন। তাঁকে ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে মোতায়েন থাকা ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা। তারা অনেক বুঝিয়ে ওই ব্যক্তিকে বাঁপ দেওয়া থেকে আটকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আরিফ আনসারি কারও কথায় কানে তোলেননি। সেতুতে দাঁড়িয়ে তিনি পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। তারপরেই ঝাঁপ দেন গঙ্গায়। তাঁর খোঁজে গঙ্গায় তল্লাশি চালাতে শুরু করেছে পুলিশ।

তবে এখনও পর্যন্ত আরিফের খোঁজ মেলেনি বলেই জানা গেছে। সূত্রের খবর, বছর তিনেক আগে বিয়ে করেছিলেন আরিফ। তাঁর একটি সন্তানও রয়েছে।

কিন্তু সম্প্রতি স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা হয় তাঁর। তারপরেই দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে এসে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন তিনি।

সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা একজন লেখক সমরেশ বসু

✎ হৃণরাজ এটিলা

সমরেশ বসু যিনি একসময় ডিম বেচে দিন যাপন করতেন। ইছাপুর বন্দুক কারখানায় তিনি জীবিকা নির্বাহের তাগিদে কিছুকাল চাকরিও করেছিলেন। তিনি ট্রেড ইউনিয়ান ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনে জড়িয়ে তিনি জেল বন্দি হয়েছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর স্বাভাবিক কারণে তাঁর চাকরিটাও হাতছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু তিনি

একটি ঘরাণা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি একের পর এক সৃষ্টি করেছিলেন কালজয়ী উপন্যাস। উপাদান সংগ্রহ করতেন তাঁর দুচোখে দেখা চলমান জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি মাত্র একুশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন যার নাম ‘নয়নপুরের মাটি’। তাঁর রচিত প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ‘উত্তরঙ্গ’ (১৯৫১) যা তিনি জেলে বসে লিখেছিলেন। তাঁর লেখা প্রথম গল্প ‘আদাব’ একটি

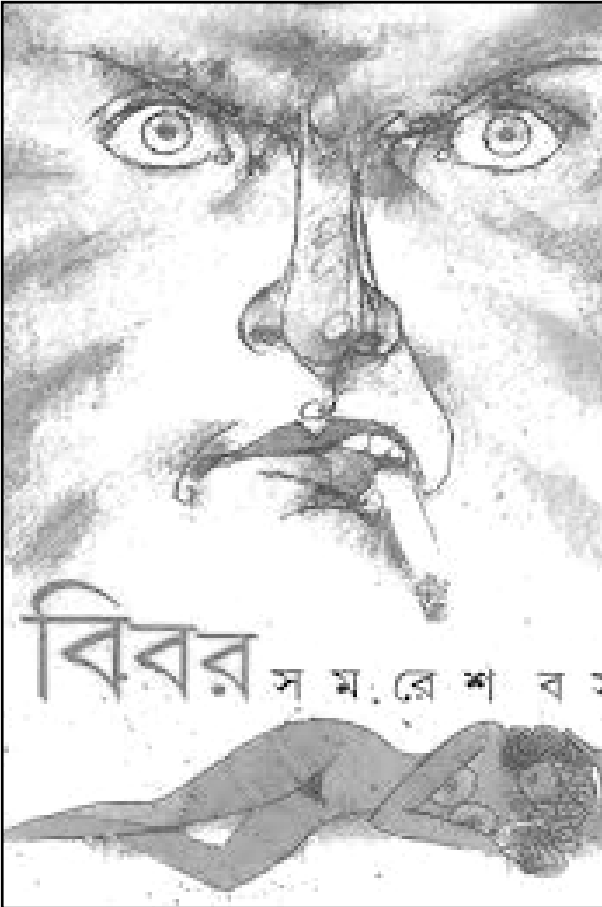
রচিত বিবর একটি অন্যতম সৃষ্টি। ১৯৬৭ সালে তাঁর রচিত ‘প্রজাপতি’ উপন্যাসটিকে অস্ট্রালিয়ার দায়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৯৮৫ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উপন্যাসটি সমস্ত দায় থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু সেটা ছিল আজ থেকে ছায়ায় বছর আগের ঘটনা।

তখনকার রক্ষনশীল সমাজ ব্যবস্থার কারণে তাঁকে অস্ট্রালিয়ার দায়ে অভিযুক্ত করলেও আমার পূর্ণ বিশ্বাস ইন্দোনীশকালের চূড়ান্ত সংস্কার বর্জিত সমাজ ব্যবস্থায় তাঁকে হয়তো এই অপবাদে হেনস্তা হতে হতো না। কালের নিয়মে এখন পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়ারাও রীতিমতো রাধা ভাবে বিভাবিত এবং প্রেম রসে সিঁজা। সুতরাং একটা কথা পরিস্কার যে, তিনি ছিলেন ভবিষ্যদ্রাী। সমাজ ব্যবস্থায় যে বিপুল পরিবর্তন অবশ্যাব্ধী তা তিনি অনেক আগে থেকেই ঠাহর করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। তিনি ছোটদের জন্যেও অজস্র গল্প কাহিনী রচনা করেছিলেন। ছোটদের জন্যেতার অন্যতম সৃষ্টি গোয়েন্দা গোগোল শুরুতারা পত্রিকায় প্রকাশিত। পৌরাণিক চরিত্র শাস্ত্র লেখকের অন্যতম সৃষ্টি। কালকূট ও ভ্রমর ছিল তাঁর দুই ছদ্মনাম। ছদ্মনামে তিনি একাধিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একেযেয়েমি থেকে নিষ্কৃত পাওয়ার জন্য মানুষ খোঁজে শান্তির উপায় সেখানে জাগতিক কামনা বাসনাও তুচ্ছ। তাঁর রচিত অমৃত কুস্তুর সন্ধানে বাস্তব অভিজ্ঞতার জড়িত একটি অনবদ্য উপন্যাস। জীবনের অন্তিম পর্বে তিনি প্রখ্যাত শিল্পী বাঁকুড়ার রাম কিষ্কর বেইজ অবলম্বনে দেখি নাই ফিরে একটি উপন্যাস তৈরী করছিলেন। দেশ পত্রিকায় মাত্র কয়েকটি পর্ব প্রকাশের পরেই তাঁর ৬৩ বছরে জীবনাবসান ঘটে। ১৯৮০ সালে তিনি সাহিত্য এ্যাকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। কথাশিল্পী সমরেশ বসুর পিতৃদত্ত নাম ছিল সুরথনাথ বসু। জন্ম অধুনা বাংলাদেশের বিক্রমপুর। পরবর্তী কালে তিনি কলকাতার উপকণ্ঠে নৈহাটিতে বসবাস করতেন। তাঁর জীবনটা ছিল পোড়া মাটির মতো কঠোরে কোমলে মেশানো কষ্ট সহিষ্ণু এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ।



সমরেশ বসুর প্রয়াণ দিবস ১২ মার্চ। আজ থেকে কয়েক দশক আগে চলে যাওয়া এই ভিন্ ধারার লেখক আজও পাঠক সমাজে সমাদৃত। তাঁকেই এবার রবিবারের পাতায় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন।

—সম্পাদকমণ্ডলী, রবিবারের পাতা, কালান্তর



সাহিত্য ও জীবন যখন অঙ্গাঙ্গি

✎ টিপু সুলতান

বাংলা সাহিত্যে প্রয়াণের চৌত্রিশ বছর পরেও তাঁকে নিয়ে নিবন্ধ রচনা করা যায়, কেননা তাঁর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সমরেশ বসু প্রয়াত হয়েছিলেন ১৯৮৮ সালের ১২ মার্চ, শনিবার, মাত্র চৌষাট বছর বয়সে (জন্ম ১৯২৪, ১১ ডিসেম্বর)। ভাবনায়, ভাষায়, অনুভবের গভীরতায়, প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়বৈচিত্রে চল্লিশের দশকের এই লেখকের বিষয়ে ভাবতে বসলে মনে হয়, কেবল তাঁর সাহিত্যসত্তার বা সৃষ্টিধারা নয়, তাঁর যাপিত জীবন, জীবনবোধ, অভিজ্ঞতা, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কেও আমাদের অনুসন্ধান এখনও শেষ হয়নি। বাংলা সাহিত্যে এবং বাঙালি সাহিত্যিক হিসাবে ‘বাতিক্রমী’ শব্দটা তাঁর ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য ও সুদূরপ্রসারী, যে কোনও মনোযোগী পাঠক তা জানেন। এও ভাবতে হবে যে, তাঁর আত্মপ্রকাশের সময়টিতে বাংলা সাহিত্যের নেহাত বন্দ্য যুগ ছিল না। তারাসন্ধর, মানিক রয়েছেন, খ্যাতির শিখরে রয়েছেন বিভূতিভূষণ। আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ছাড়াও সাহিত্য পাঠকদের তালিকায় অন্য প্রিয় লেখক-লেখিকা ছিলেন। কিন্তু সমরেশ বসু প্রথম থেকেই এমন একটি জায়গায় দাঁড়াবার উদ্যোগ করেছিলেন, যেখানে ‘উত্তরসূরি’ শব্দটির ছাপ কোনও ভাবেই তাঁর গায়ে না লাগে। তাঁর বাইশ বছর বয়সের রচনা ‘আদাব’ থেকে বিয়াল্লিশ বছর পরের শেষ তথা অশেষ, অসমাপ্ত উপন্যাস দেখি নাই ফিরে—এই দীর্ঘ সন্তার মোটামুটি উল্টে খেলেই একটা কথা পরিস্কার বোঝা যায় পাঠকদের তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আমার কিছু বলার আছে। নেহাত গল্প-উপন্যাস পাঠের আনন্দ দিতে, তিনি কলম হাতে তুলে নেননি। আর সেই কর্ম করতে গিয়েই, ঝুঁকি নিয়েছেন, বিতর্কিত হয়েছেন, সমালোচনার মুখেও পড়েছেন। আটপৌরে, মধ্যবিত্ত, মিষ্টি ভাবনায় তিনি সত্যোচ্চারণকে আড়াল করে রাখেননি, যে কারণে ক্রমশ বোঝা গিয়েছিল, সমরেশ বসু শুধু কল্পনাবিলাস আর খালি হাতে সাহিত্যচর্চা

করতে আসেননি। জীবনে ও যাপনে তাঁর সাহস তো ছিলই, তার সঙ্গেই ছিল প্রবল কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য এবং বহন করার ক্ষমতা। লেখক হওয়ার জন্য আর যা কিছু বোধ, উপলব্ধির সঙ্গেই উল্লিখিত গুণ, তাঁকে ব্যতিক্রমী করে তুলেছিল প্রথম থেকে। অনেক রচনাকারের ক্ষেত্রেই তাঁদের মফসসলি অথবা শহুরে অভিজ্ঞতা ও জীবনযাপনের সুখী কিংবা স্নান পৌনঃপুনিকতায় যে একেযেয়েমির সুর ধ্বনিত হয় লেখায়, সমরেশ বসু সেখানে মূর্তিমান ব্যতিক্রম হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন, এবং তার জন্য শুধু নিন্দা বা প্রশংসা নয়, লেখকজীবনে খেসারতও কম দিতে হয়নি তাঁকে। স্রোতের বিপরীতে যাওয়া, ভাঙা এবং ভাঙতে ভাঙতেই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কারিগর হয়ে উঠে আসা। চার দশকের সামান্য বেশি নিরবচ্ছিন্ন রচনা প্রবাহের দিকে তাকালে বোঝা যায়, বিশেষত উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রায় দশকে-দশকে তিনি দিক বদল করেছেন। আবার নিজস্ব সৃষ্টির শ্রোতধারার মধ্যেই অন্য আবর্ত সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু একই



জায়গায় থেমে থাকেননি। তাঁর প্রথম জীবনের কয়েকটি রচনাতেই গঙ্গার উভয় পারের মানুষের কূল ভাঙার ইতিহাস আর মাটির মানুষের কলের মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছিল। একই সঙ্গে শ্রমজীবী ও নিম্নশ্রেণির মানুষদের সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে উঠেই বাংলা সাহিত্যের আসরে আসন পেতে দিয়েছিলেন। অথচ খুব দ্রুতই বোঝা গিয়েছিল লেখার আখর বদলানোর উদ্যোগ করেছেন সমরেশ। কুস্তমেলায় যাওয়ার সুযোগে যেন আপনসত্তারই আর এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পেলেন। কালকূট-এর জন্ম

হলেও, অমৃতকুস্তুর সন্ধানে-তেই পায়ের নীচে মাটি পেলেন। কিন্তু না, সেই সাফল্যের মাটি আঁকড়ে না থেকেই রচনার বিষয় আর ক্ষেত্র আবার বদলে ফেললেন। গঙ্গায় মাছমারাদের বিচিত্র জীবন, অনিশ্চয়তা, জল আর তার গভীরে নিঃশব্দ পদসঙ্কারে উঠে আসে যে রূপালি ফসল... সেই দিবারাত্রের বারোমাসা সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠে এল সমরেশ বসুর কলমে। অথচ পদ্মনাদী, তিতাস, ইছামতী থেকে তাঁর গঙ্গা-র বিস্তার বয়ে গেলঅন্য (সমুদ্রের) টানে। তার মধ্যেই কখন রচিত হয়েছে বাঘিনী, ত্রিধারা। আর মগ্গচৈতন্যে তখনই যেন লেখক সাহিত্যজীবনে আবার বড় বাঁক নেওয়ার জন্য দম নিচ্ছেন। স্বীকারোক্তি-বিষয়-প্রজাপতি-পাতক, নতুন রীতি এক-একটি অঙ্কে আবারও দুর্বীর, দুঃসাহসী, অপ্রিয় সভ্যতাবী সমরেশ বসু। বোধ হয় অনিবার্য ভাঙচুরের মধ্যে দিয়ে নিজেকেই নতুন করে আবিষ্কার করে চলেছিলেন এক লেখক, যিনি সাহিত্যকে জীবন থেকে আলাদা করেননি। আসলে তাঁর সমস্ত রচনা, সব সাহিত্যকর্ম তাঁর জীবনযাপনের অঙ্গ। তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে তুলত ব্যক্তির বিপন্নতা। নিজের জীবনের সঙ্কটের মধ্যে দিয়েই উপলব্ধি করতেন সেই বিপন্নতা, আর পর্বে-পর্বে তাই প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর রচনায়। তৃতীয় পর্বে টানাপড়েন, খণ্ডিতা, শিকল ছঁড়া হাতের খোঁজে কিংবা মহাকালের রথের ঘোড়া আপাতসৃষ্টিতে নতুন পর্বের রচনা মনে হলেও, মগ্ন পাঠক অবশ্যই আবিষ্কার করেন জীবন ও সাহিত্যের বন্ধন সেখানেও শিথিল হয়নি। তাঁর প্রয়াণের চৌত্রিশ বছর পরে এবং জন্মশতবর্ষের মাত্র দু’বছর আগেও তাঁর সেই ফেলে-যাওয়া স্থান পূর্ণ হল কি না, এই কথাটিই হয়তো ভাবার। সৃষ্টিকর্মের আরহে-আরগে-বিতর্কে প্রাবল্য করে রাখা বাংলা সাহিত্যের জগতে কম কথা নয়। খুব কৃতী লেখক হলেই তা হয় না, তার জন্য গভীর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়। এমন এক জন লেখক হতে হয় যিনি নেজের লেখা দিয়েই পাঠকের প্রত্যাশা সমানে নতুন ভাবে তৈরি করে নিতে পারেন।



কখনো খেমে যাননি। তিনি ছিলেন উপনিষদের চরিত্রবতী মস্ত্রে দীক্ষিত। নৈহাটির বস্ত্রিগাড়ায় টিনের ঘরে থাকতেন। সেই সময় তিনি ক্রমে পেশাদার লেখক হয়ে উঠেছিলেন। তিনি লেখার তাড়ণায় লিখতেন না বরং জীবিকা নির্বাহের তাগিদে লেখনী ধারণ করেছিলেন। এরকম ব্যতিক্রমী এবং বিপ্লবী জীবনধারায় সাহিত্য সাধনা যে বিলাসিতার উপকরণ হতে পারে না তা তিনি নিজগুণে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। লেখনী ছিল তার অঙ্গ যার সাহায্যে তিনি নিজেকে প্রথম সারির একজন সাহিত্যিক হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তার সমকালীন বহু প্রতিষ্ঠিত লেখকদের তুলনায় তিনি অনেকটাই ছিলেন এগিয়ে। এখনো তাঁর উপন্যাসগুলি পাঠকের কাছে সমান জনপ্রিয়। লেখনীর মাধ্যমে তিনি নিজস্ব

অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। নানান অভিজ্ঞতা প্রসূত ছিল তাঁর জীবন কাহিনী। সেই কারণে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন পেশাদার লেখক। নিজের উপর প্রবল আত্মবিশ্বাস ব্যতীত এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারতেন কিনা তা নিঃসন্দেহে প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। সুতরাং সহজেই অনুমিত যে, তিনি ছিলেন বিরল প্রতিভার অধিকারী। এক কথায় তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে সাহিত্যসিদ্ধ লেখক। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে খুব বেশি করে ফুটে উঠেছিল সাধারণ নিম্নবিত্ত শ্রমিক বস্তির মানুষের জীবন আলোখ্য। সামাজিক প্রক্ষাপটে তিনি সেই জীবনযাত্রার কথা সুনিপুন ভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন যা আজও অনুরণণযোগ্য। শুধু তাই নয় তাঁর উপন্যাসে যৌনতাও স্থান পেয়েছিল জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম মেনেই। সেই প্রস্ফিতে

কিছু কথায় কিছু মন্তব্যে ... বি টি রোডের ধারে

✎ মুনায়েম সরকার

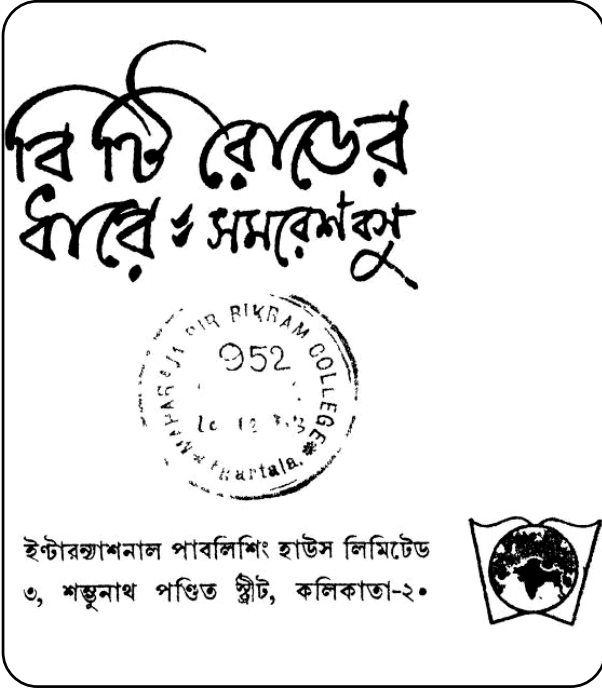
কলকাতার বিস্তীর্ণ অলিগলির ধার ঘেঁষে বি. টি. রোড। তবে সে রোডের তা ঝকঝকে চেহারা নিয়ে এ উপন্যাস নয়। রোডের ধারে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কিছু বস্তি, তারই মধ্যে একটি এ উপন্যাসের পটভূমি। কখনো না শূন্য হওয়া বি. টি. রোডের ধারে অনেকটা হাতপা গুটিয়ে, মাথা গুঁজে থাকে যারা, তাদেরই জীবনগাথা বয়ান করে এ উপন্যাস।

কালকূট সমরেশ বসুর ১১২ পৃষ্ঠার এ উপন্যাসে পরিবেশ ও প্রতিবেশের বর্ণনা অত্যন্ত ঝুঁটিনাটি তথ্য ও উপমাশ্রু উপস্থাপন করা

হয়েছে। এতে করে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পর পাঠক সেই স্থানটি, আশেপাশের আবহ খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন, অনুভব করতে পারবেন। কলকাতার একটি বাস্তু শহরের একপাশে গড়ে ওঠা জীর্ণ এক বস্তিকে ঘিরে গল্পের কাহিনি গড়ে উঠেছে। সেই বস্তিতে বসবাসরত কিছু বাসিন্দার জীবন গল্প তাদের জীবিকার গল্প, তাদের হাসি, কান্না, আনন্দ এবং একটু বেঁচে থাকার চেষ্টার গল্প লেখর তার সুনিপুণ হাতে লিখে গেছেন।

না। এ বইয়ের সার্থক মূল্যায়ণ করার ক্ষমতা আমার

মধ্যে আপাতত নেই। হয়তো ভবিষ্যতে কিছু লিখবো। হয়তো। পাঠক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে সামাজিক উপন্যাস পড়তে বসলে মাঝেমধ্যে মনে হয়েই থাকে, বাহ! কি সুন্দর সহজপন্থায় জটিলতার বহিঃপ্রকাশ করেছেন লেখক। একটু চেষ্টা করলে কি আমিও পারবো না? এই বইটি পড়তে পড়তে, সেই প্রশ্নখানা কড়া নেড়েছে কয়েকবার। দুঃস্থের কথা, তাদেরকে দোর হতেই বিদ্যে দিতে হয়েছে। আমি বদ্ধপরিবর, এ জিনিস সবাই লিখতে পারে না। সমরেশ বসু ওই একটিই ছিলেন, তাকে



অনুকরণ করা যায় মাত্র, তবে ওটুকুই। তার চেয়ে বেশি, বাতুলতা। হ্যাঁ, মুক্তি সে পথের, দূর-দূরান্তরের, সব ছাড়ার, সব হারানোর। ...তবু হায়রে মানুষের মন ! যে আকাশটুকু না হলে তোর বাঁচন নেই, সেই আকাশের তলায় তুই আবার গড়িস ঘর, বেঁচে থাকিস রোগ বলাই নিয়ে, ঝড়ে বন্যায় দাঁড়াশ বুক দিয়ে, নাড়ি-ছেঁড়া তোর রক্ত বীজের ধন দিয়ে করিস সোহাগ। পৃথিবী ছাড়াতে কি ছাড়িয়ে যাওয়া যায় মানুষকে। আর পৃথিবী জুড়ে আছে পথ, কিন্তু তার ধারে ধারে আছে কোটি ঘর।

আঠারো কিলোমিটার লম্বা বি টি রোড (ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড—ব্যারাকপুর থেকে কলকাতা যাতায়াতের রাস্তা) ছিলো বাংলার শিল্পউদ্যোগের প্রাণকেন্দ্র। একটা সময়, এই মহাসড়কটির দুধারে ছিলো অজস্র বড় বড় কলকারখানা। কারখানার অদূরেই থাকতো শ্রমিকদের বসবাসের বস্তি। পশুরাও সেইসব অব্যাহত বস্তির চেয়ে উত্তম জায়গায় বাস করে। এমনই একটি শ্রীহীন বস্তি এবং সেই বস্তিবাসী ততোধিক শ্রীহীন মানুষদের ঘিরে আবর্তিত হয়েছে এই উপন্যাসের কাহিনি। তবে অনেকের কাছেই শুনেছি—

সমরেশ বসুর লেখকজীবনের শুরু দিকের রচনা এটি। সম্ভবত এই উপন্যাসটির মাধ্যমেই প্রথম পাঠকপরিচিতি পেয়েছিলেন লেখক। সম্ভাবনা ছিলো অনেক। বিষয়বস্তুর ব্যাপারে লেখকের অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট, বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু অতিনাটকীয়তার উপদ্রবে খুব বিরক্তি উৎপাদিত হয়েছে কারও কারও ... চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ—সবকিছুই চড়াসূরে বাঁধা, যেন সন্তার যাত্রাপালা চলছে। শ্রমিকদের জীবন এবং সংগ্রাম নিয়ে পরবর্তীকালে এর চেয়ে ঢের ভালো উপন্যাস লিখেছেন সমরেশ।

কালান্তর

সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৫২ সংখ্যা □ ২৭ ফাল্গুন ১৪২৯ □ রবিবার

আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও

পশ্চিমবঙ্গে নীতিহীন ও নৈরাজ্যের তৃণমূল শাসনের একটি দিক সমগ্র ব্যবস্থাটিকে দুর্নীতিতে টাইটসুর করে ফেলা। সেই হিমশৈলের চূড়াটি উদঘাটিত হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের সুবাদে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই ও ইডি কর্তৃক। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত এর ফলাফল কি দাঁড়াবে কেউ জানে না। যেমন ৩৬ হাজার কোটি টাকার বিগত বিতর্ক সারদা-নারদা সহ দাগী চিটফান্ড কেলেংকারির কোনো আসামীর সাজাও হয়নি, ক্ষতিগ্রস্তরা তাঁদের টাকা ফেরত পাননি। তখন যেমন তা ছিল বাংলা দখলের লালসায় রাজ্য শাসক তৃণমূলকে চাপে রাখতে কেন্দ্রীয় শাসক বিজেপি’র রাজনৈতিক চাল, এবারও তাই হবে না তো! কারণ, ইতিমধ্যে ভয়াভীতি ও আতঙ্ক জয় করে জনজীবনের অপরাপর অংশও নিজ নিজ অধিকারের দাবিতে পথে নেমেছেন, ১০ মার্চের রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের তার জ্বলন্ত উদাহরণ। চাকরিপ্রার্থীরা সব জরুজটি উপেক্ষা করে পথ ছাড়ছেন না। সব মিলিয়ে তৃণমূলের প্রতি মানুষের এই বীতরাগের শূন্যস্থান দখলে হায়নার স্বপ্নে নতুন করে সন্মোহিত বিজেপি শিবির। কিন্তু, সঠিক উদ্যোগ নিতে পারলে যে এই উভয় শক্তির রাহুগ্রাস থেকে বাংলাকে যে মুক্ত করতে মানুষের একা বাড়ছে সাধারণদীঘি তার প্রমাণ দিল।

কারণ, বাংলার মানুষ প্রকাশ্যেই এ প্রশ্ন তুলছেন যে একই দোষে দুট বরং আরও বড় আকারে ও মাত্রায় কেলেংকারিতে জড়িতরা দেশের মানুষের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা মেরে বিদেশে পালাতে পারল কিভাবে? যারা দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করে না উল্টে তারসঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত তারা কি করে বাংলাকে দুর্নীতি মুক্ত করবে? প্রধানমন্ত্রী হয়েছে মোদি’র সেই কথা তো দেশের মানুষ ভুলে যাননি যে না খাউঙ্গা না খানে দুদা।

আবার, দেশব্যাপী বিরোধী মতকে নিঃশেষ করার খোয়াবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে বেছে বেছে বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে সাজানো মামলায় লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যার সর্বশেষ নিদর্শন আপের মণীশ সিসোদিয়া, টিআরএসের কবিতা, শিবসেনার সঞ্জয় রাউথ, আরজেডি’র লালু-রাবড়ি-পূত্র তেজস্বী। এসবের বিরুদ্ধে সঠিকভাবেই দেশের চটি বিরোধী দল একযোগে প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু, নিজ রাজ্যে আনিস হত্যা, বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও নওশান সিদ্দিকীকে জেলে পোরা আর যে সরকার ও দলের একাধিক নেতা-মন্ত্রী-প্রশাসনিক কর্তারা দুর্নীতিতে জেলে থাকেন সেই দল ও ৮ দলের চিঠিতে সামিল হয় কি করে? আবার, দাভোলকার-কালবুর্গি-পানসারে-গৌরী-আখলাক-প্যাহলু-নাহিদের হত্যা করে কি করে বিজেপি বাংলাকে বিরোধী নিঃশেষের সন্ত্রাস মুক্ত করার কথা বলে!

তাই, মোদিদের দ্বারাও যেমন পশ্চিমবাংলার দুর্নীতি মুক্তি ঘটবে না। এরাঙ্গ্যের সরকার- প্রশাসন- পুলিশ- গোয়েন্দাদের যোগসাজশে নূনতম নিরপেক্ষতার অভাবে মানুষকে আরো বড় দুর্নীতিবাজ কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির অভিমানকে আপাত নিষ্কৃতি হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এবং তার জন্য একমাত্র দারী তৃণমূল নামক শক্তিটি। আবার, এই নীতিহীন ও সর্বাস্ত্র ক্রোড়িত তৃণমূল দিয়েও বিজেপি’র মতো এবতব্দ দানবিক শক্তিকে প্রতিরোধ সম্ভব নয়।

বাংলার মানুষ এই বিষয়টি ক্রমে এই দ্বিদলীয় কৌশলটি ধরে ফেলেছেন। তাই, মোদি-মমতা দু’জনের ক্ষেত্রেই আজ একটাই কথা প্রযোজ্য। তাহলে : আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও।

বক্সা পাহাড়ে আর পড়াশোনা হবে না

লালসিং ভুজেল

(বক্সা জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দা’র প্রতিবেদন)

আলিপুরদুয়ার জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের গর্ব বক্সা পাহাড়ের মাথায় সবকটি সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। রাজ্যের ৮০০০-এরও বেশি স্কুল বন্ধের খবর ফলাও করে বের হলেও কেউ খোয়ালই করলেন না যে ঐ দুর্গম পাহাড়ের মাথার স্কুলগুলি একই অজুহাতে বন্ধ করে দেওয়া যায় না। সম্প্রতি সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে যেখানে ৩০ বা তার কম শিক্ষার্থী রয়েছে সেগুলো বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে একটি নোটিস জারি করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যেসব সরকার পোষিত বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৩০ বা তার কম সেইসব বিদ্যালয়গুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই বন্ধ কেন? এর পেছনে গোপন রহস্য কী? সেগুলো নিয়ে আজ আর নাই বা বললাম, সে পরে হবে।

আজ আসুন আমরা আমাদের ঐতিহ্যলালিত, ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত বক্সা পাহাড়ে ঘুরে আসি। বক্সা আমরা যারাই গেছে তারা সান্ত্বালাবাড়ি চিনি। সেই সান্ত্বালাবাড়ি গ্রামের আগে যেখানে একমাত্র সরকারি বাস গিয়ে থামে সেই জায়গাটি হল ২৯ বস্তি। তার পর হেঁটে বা গাড়িতে সান্ত্বালাবাড়ি গিয়ে মোমো খেয়ে আবার এগোনো শুরু হবে। এই সান্ত্বালাবাড়ি আর একটি গ্রাম, তারপর সদরবাজার, ডারাগার্ড, বক্সাফোর্ট, লাল বাংলা, তাসি গার্ড। পূবের দিকে খাটালইন হয়ে লেপচাখা, ওছলুম-ছবির মতো গ্রামগুলো। আবার পশ্চিমে চুনাভাটি, নামনা, সেওগার্ড আর আদমা। এই গ্রামগুলো সবকটিই ফরেস্টের ভেতরে। তা সেখানে যারা থাকে তারাও তো জংলী তাই না! সেই গ্রামগুলোর জন্য অল্প কিছু বছর আগে বরাদ্দ হয়েছিল চারটি ছোট ছোট স্কুলের, তার মধ্যে প্রাথমিক ৩টি আর একটি জুনিয়ার হাইস্কুল।

আপনারা সকলেই জানেন গ্রামগুলো খুবই ছোট ছোট, জনসংখ্যা খুবই কম তাই স্বভাবতই ছাত্রসংখ্যাও কম। এবারে ছাত্র

সংখ্যা ৩০এর নীচে হলে সেই স্কুল বন্ধ। তাই সবগুলো স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হল। তার নোটিস এখনো সোস্যাল মিডিয়ার দৌলতে সবার হাতের মুঠোয়। তা বক্সা পাহাড়ের মাথায় নামনা, সেওগার্ড, আদমা তো ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কি ৩০এর বেশি হওয়া সম্ভব? এই সহজ সরল প্রশ্নটি শিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের মাথায় কি আসেনি? নাকি তারা ঐ দূর দুরান্তের স্কুলগুলির ঝাসেলা (?) বেড়ে ফেলতেই চাইছেন? আর সবকটি স্কুলই বন্ধ করে দিতে হবে। হায় রে!

যখন প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে পড়বার অধিকার ভারতের সংবিধান দিয়েছে, যখন সবাই চাইছেন সব শিশু

কীভাবে পাবে তার ব্যবস্থাই ছিল এই পাহাড়ের এক জ্বলন্ত সমস্যা সেখানে এবার যুক্ত হল তাঁদের বাচ্চাগুলো পড়বার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হবে। আসলে কী সবটা মিলে একটা সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য? মানে সবদিকে থেকে বঞ্চিত করে রাখা যেন নিজেরাই জঙ্গল ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাহলেই অব্যাহে লুঠ করা যাবে জঙ্গল!! ‘বাঘ ছাড়া হবে’- সেই ভয় দেখিয়ে, ‘১০লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে’ তার প্রলোভন দেখিয়েও যখন কাজ হল না তখন কি এ এক অভিনব পন্থা?

আর গত তিনদিনে কোনো মিডিয়াতেই স্থান পায় না এই

শিশুরই আছে। তা এবার কোথায় যাবে শিশুগুলি? তাদের কি কোনও বিকল্প ব্যবস্থা আছে ঐ পাহাড়ের মাথায়? তাহলে পড়া বন্ধ। শিক্ষা বন্ধ। মিড-ডে মিল বন্ধ। থাক অশিক্ষিত হয়ে। এটাই কি চাইছেন প্রকান্ত্রের! আমরা খুব গর্ব করি আমার জেলার, আমার রাজ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির মধ্যে বক্সা পাহাড় একটা। প্রতিবছর সেখানে হাজির হই ১৫ আগস্টের পতাকা ওড়াতে (সরকারি খরচে)! কোটি কোটি টাকা খরচ করে (?) হেরিটেজ রিনোভেশনের নামে বক্সা পাহাড় নিয়ে ব্যবসার বুদ্ধি ঠিক জোগাড় হয়ে যায় আর বাচ্চাগুলো পড়তে পারবে না, সেটা একবারও মাথায় আসে না? বাঃ কি বিচিত্র ভাবনা !!!

তপসিলী উপজাতির পশ্চিমবঙ্গের তালিকায় ভুটিয়া, শেরপা, টোটো, ডুকপা, টিবেটান, ইয়েলমো এক সারিতে আছে। তার মধ্যে ডুকপা জনজাতির সবচাইতে বেশি মানুষ বাস করেন এই বক্সা পাহাড়ে। সংখ্যায় তারা কত? ১০০০ বা তার আশপাশে। এদের পাশে কি দাঁড়বার কথা ছিল না? না ওদের শিক্ষার নূনতম ব্যবস্থাটুকুও বন্ধ করে দেওয়া হল। তাহলে স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষা দপ্তর, আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর, অনগ্রসর শ্রেণি কলাপণ দপ্তর কাদের কল্যাণে? কী কাজে ব্যস্ত? পশ্চিমবঙ্গের আর পাঁচটা জেলায় কী হল তা আজকের বিষয় নয়? এই বক্সা পাহাড়ের বিষয়টি একটু অন্যভাবে দেখাই যেতা না তা হল না। ফরমান বেড়িয়ে গেল স্কুল বন্ধ।

এরপর আবার যখন বক্সা পাহাড়ে যাবেন স্মৃতি করতে তখন দাঁড়াতে পারবেন তো ঐ মানুষগুলোর সামনে? ওদের বাড়িতে আপনার জন্য রান্না করে দিতে বলতে লজ্জা করবে না? আপনার শিশুটির জন্য খাবার তৈরি করে দিতে বলবেন ওই না পড়তে পারা নিপ্পাণ শিশুদের? আজ একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে এই প্রশ্নগুলিই করুন। যদি উত্তর পান।

যখন প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে পড়বার অধিকার ভারতের সংবিধান দিয়েছে, যখন সবাই চাইছেন সব শিশু বিদ্যালয়মুখী হোক, যখন শিশুদের একটিবেলার খাবার অন্তত নিশ্চিত করতে মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে, তখন একটি বিস্তীর্ণ এলাকার সবকটি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হল। একবারও ভাবলেন না যে ঐ গ্রামগুলির শিশুদের অন্য কোনো বিকল্পই রইল না।

বিদ্যালয়মুখী হোক, যখন শিশুদের একটিবেলার খাবার অন্তত নিশ্চিত করতে মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে, তখন একটি বিস্তীর্ণ এলাকার সবকটি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হল। একবারও ভাবলেন না যে ঐ গ্রামগুলির শিশুদের অন্য কোনো বিকল্পই রইল না। ফরেস্ট ভিলেজের মানুষজন যাদের ছাড়া ফরেস্টাই থাকবে না, তাদের জন্য বনাধিকার আইন প্রস্তুত হয়েছে। যুক্ত হয়েছে ভারতের সংবিধানে। যদিও তাকে খর্ব করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে সরকার। তা ঐ বনের মানুষগুলো, ঐ জংলী(?) মানুষগুলো তাদের খাবার-দাবার কীভাবে পাবে, নূনতম চিকিৎসা

স্কুলগুলির অবলুপ্তির কথা! এই চক্রান্ত কতটা গভীর! হাতে মারো ভাতে মারো সব দিক থেকে মারো ঐ জংলীগুলোকে। এই চাইছেন! ৮০০ কি.মি. দূরের রাজধানীতে বসে এ নিয়ম করা খুব সহজ যে ৩০ এর কম ছাত্র-ছাত্রীর স্কুলগুলিকে বন্ধ করে দাও। বাস্তব কঠিন সত্যটি তাদের বুঝতে অসুবিধে হতেও পারে, তাহলে স্থানীয় প্রশাসন! তারা একবারও ভাবলেন না? একটি বারও মনে হল না মানুষগুলি কী করবেন? কোথায় যাবেন? অথচ ভোটের সময় একদিন আগেই টিম পাঠিয়ে ভোট নেবার আশ্রয়স্থল ঐ স্কুলগুলির একটি। সত্যি কি বিচিত্র এই দেশ! শিক্ষার অধিকার তো প্রতিটি

গোবিন্দ ভট্টাচার্য স্মরণে

ভানুদেব দত্ত

কবি গোবিন্দ ভট্টাচার্য চলে

গেলেন। রাজ্যের একজন

প্রথম সারির কবি। সাহিত্য

সংস্কৃতিমূলক কাজকর্মেই তিনি তাঁর

জীবনের সবটা দিয়েছেন। স্বভাবগত

দিক দিয়ে বড়ই নম্র, ভদ্র এবং

বিনয়ী। আদ্যন্ত এক রুচিশীল ভদ্র

মানুষ। জন্ম খুলনা জেলার মাওরা

গ্রামে ১৯৩০ সালে। তিনি ছিলেন

আমার থেকে ৬ বছরের বড়।

পরিচয় প্রায় ৫০ বছরের কাছাকাছি।

গত শতকের সত্তরের দশকে তিনি

ভারত সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির

একটি শাখা সেন্ট্রাল অঞ্চলে

করেছিলেন, যার সম্পাদক ছিলেন তিনি।

পরিচিতির শুরু সেই সময়

থেকেই যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কখনও কোনো সময়ের জন্য ছেদ

পড়েনি।

একথা স্বীকার করি যে আমি তাঁর খুবই স্নেহভাজন ছিলাম। কারণটা

হয়ত এটাই যে আমারও আদি বাড়ি খুলনা জেলার উত্তরভিত্তি গ্রামে।

তবে আমার জন্মস্থান যশোর জেলায় হওয়ার জন্য কবিবারের মত

আমাকেও কপোতাক্ষ নদী বারবার টেনেছে এবং তার গুণকিয়ে যাওয়ার

বিষয় হয়েছে। তবে আমার ছেলেবেলা কাটানো বিহারে যার জন্য

আদিবাড়ি সম্পর্কে বা কপোতাক্ষ সম্পর্কে আবেগটা ততখানি নয়

যতখানি গোবিন্দদার মধ্যে দেখছি। তাঁর কথায় কপোতাক্ষের বিষয়

স্নোতে/ ভাসমান কুচিরপানার পাশে পাশে/ ভেসে চলেছে/ আশ্রয়/

আমার মায়েরই মুখ। (মায়ের মুখ) তাঁর এই অনুভব, এই সৃষ্টি-এ

প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন ‘সময়-প্রবাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছে।’

গোবিন্দদাকে কবি হিসাবে সব সময় উচ্চাসনে বসিয়েছি। কবিতার

বিষয়, আঙ্গিক, ছন্দ এসব বিষয়ে কোনো দখলই আমার নেই। তবুও

বোধগম্যতা এবং প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে তাঁর কবিতা আমাকে আকৃষ্ট

করত। আরেকটা কারণ ছিল—সেটা হল তিনি একজন সংস্কৃতিবান সুন্দর

মানুষ। তিনি কবিতা ছাড়াও গল্প, ভ্রমণকাহিনীও লিখেছেন। একজন

সোভিয়েত লেখক আই লাভেরেভস্কি কর্তৃক লিখিত ‘চে ওয়েভার’ বই

অবলম্বনে তিনি সেই মহান বিপ্লবীর একটি জীবনীপঞ্জীর কাঠামো রচনা

করেছিলেন।

গোবিন্দদার ক্ত্রী বিয়োগ ঘটেছিল ২০০৪ সালে। তাঁর নিজের সংগঠন

‘কবিতা সীমান্ত’র একজন প্রেরণাদাতা হিসাবে কবির জীবনে নিঃসঙ্গতা

নেমে এসেছিল। আর এর শেষ হল দোল পূর্ণিয়ার দিন। তাই তাঁর

কথাতোই বলি ‘যতদিন আমার ক্ত্রী জীবিত ছিলেন লাগি আবাসনে আমি

অন্য মানুষের সংস্পর্শ থেকে নিঃসঙ্গতা অনুভব করিনি। ... তাঁর অকাল

প্রয়াণে আমার নিঃসঙ্গতা সীমাহীন।

রাজনীতির বিষয়ে যদিও তিনি সিপিআই-এর কাছাকাছি ছিলেন তবুও

তিনি ‘সংবর্তক’ পত্রিকার তরফ থেকে এক প্রস্তর জবাবে বলেছিলেন,

‘আমার রাজনৈতিক দৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবে জনকল্যাণমুখী। বাংকো না এলে

আমি হয়তো সেই পথ থেকে বিচ্যুত হতাম না। ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক

সামাজিক সঙ্গঠনগুলো আমাকে বড় সাংগঠনিক কাজে নিলু রেখেছে।

তবে বামপন্থী রাজনীতি বলে আজ আমি কোনো পক্ষপাতিত্বকে প্রাধান্য

দিই না। মানুষ যখন পার্শ্ববর্তীতাকে আশ্রয় করে, তার নাম হিংসা। আমি

হিংস্রতার পরিপন্থী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মানুষ একদিন হিসার বিরুদ্ধে

সমর্থন হবে।’

গোবিন্দ ভট্টাচার্য ছিলেন ইসকাফের একজন পৃষ্ঠপোষক। এর আগে

তিনি দীর্ঘকাল রাজ্যের এই সংগঠনের সহ-সভাপতি ছিলেন। যখন দেখা

হত বা ফোনে কথা হত, সংগঠনের বিষয়ে খুঁদীনিটি জানতে চাইতেন।

বিগত রাজ্য সম্মেলনের জন্য শুভেচ্ছাও জানিয়েছিলেন। এমন একজন

মানুষের চলে যাওয়াতে অভিভাবকসম একজন মানুষকে সাহিত্য ও

সংস্কৃতির জগৎ হারালো। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর স্মরণে কয়েকটি

কথা বলা এখানেই শেষ করলাম

সকলের প্রিয়

সলিল চক্রবর্তী

৭ মার্চ বেলা ১০.৫০-এ চলে গেলেন সেন্ট্রাল বিধাননগরের সাহিত্য, রাজনীতি, সামাজিক জীবনের গুস্তবরূপ গোবিন্দদা। প্রায় পঞ্চাশ বছর এই উপনগরীতে কাটিয়ে গেলেন এবং এখানকার আলো, জল বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সান্নিধ্যের কারণ যে স্মৃতিগুলি জমা হয়েছে তার কিছু মনে পড়ছে।

এমপি, এমএলএ, কাউন্সিলার বা রাজনৈতিক নেতা না হয়েও তিনি মানুষের স্বাভাবিক নেতা হয়ে উঠেছিলেন। দলমত নির্বিশেষে সকলের গ্রহণযোগ্য এমন কোনও ব্যক্তি বোধহয় বিধাননগরে আর রইলেন না।

১৯৭৪ সালের কথা। বিধান রায় প্রতিষ্ঠিত এই লবণুদ উপনগরীর আটপৌরে নাম ছিল বালুঘাট। ১৯৭০ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে তৈরি হয়েছিল একটি আবাসন যার নাম ‘লাবনী’। মধ্যবিহ্ন বাঙালির আবাসনের সমস্যা মেটাতে এটি তৈরি হয়। এখানেই সি-৪/৫ ফ্লাট বাড়িতে বাস করতে শুরু করেন গোবিন্দ ভট্টাচার্য এবং তাঁর একমাত্র শোভা। তাঁরা দুজনেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মী। আমাদের কলকাতায় যেতে

হলে ভরসা ছিল একমাত্র ৯ নম্বর স্টেট বাস, যেটি মানিকহুলা স্ট্যান্ডকে রুটে যাতায়াত করত। আমরা যারা লাবনীতে থাকতাম তাদের সিএ

ইন্ডিয়ান পবস্ত্র ষ্টেট যেতে হত। আর ছিল ৪৪ নম্বর বাস যেটি ছাড়ত বেঙ্গল কেমিক্যালের কাছ থেকে। তখনও সেন্ট্রাল জমে ওঠেনি। লাল ঝুড় ও কালামটি ভেঙে যেতে হত বাস ধরতে। তখন লাবণীর উল্টোদিকে

বিদ্যাসাগর আবাসন নামে আর একটি হাউসিং-এর অবস্থান ছিল। একজন ভদ্রলোক গোবিন্দদার নেতৃত্বে পরিবহনের সমস্যা নিয়ে জনত

তৈরি করতে নামলেন এবং জনমতের চাপে এল ১৪এ নামে একটি বাস চালাবার ব্যবস্থা হল। দরমার বেড়া দিয়ে বিদ্যাসাগর আবাসনের ফুটে

একটি বাসস্ট্যান্ড হল। পরে বিধান আবাসনের কাছে স্থায়ীভাবে একটি বাসস্ট্যান্ড হয়। পরবর্তীতে এই বাসস্ট্যান্ড তুলে সোভিয়েত স্টেশন হয়।

গোবিন্দদার নেতৃত্বে আবার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হয়। দলমত নির্বিশেষে সব মানুষ সামিল হন। বাসস্ট্যান্ড আর ওঠেনি।

তখন সেন্ট্রালকে সঙ্গে হলে রাজ্য বড় বড় শিয়াল ঘুরত, চারিদিকে ছিল ঝোপঝাড়। এখন যেখানে সেন্ট্রাল পার্ক সেখানে ইন্দোজিভিয়ার

মৈত্রী সমিতির সহযোগিতায় কার্লমার্কসের একটি মূর্তি স্থাপিত হয়। সেই মূর্তি আগায় ভরে গিয়েছিল। গোবিন্দদার উদ্যোগে সেন্ট্রালের তৎকালীন প্রশাসককে দিয়ে মূর্তির চারিপাশ পরিষ্কার করানো হয়।

তারপর থেকে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি বিধাননগর শাখা মার্কসের জন্মদিন পালন করত। এই সমিতি রুশ ভাষা শিক্ষার ইঙ্কুল চালু করে

যেটির খুব নাম হয়েছিল। বিপ্লবী ককনা যৌশী এই সংগঠনের খুব প্রশংসা করেছিলেন। রাজনৈতিক আবেত এই সংগঠন এখন আর নেই। গোবিন্দ ভট্টাচার্য বড় কবি ছিলেন। বড় বড় সাহিত্যসভায় যেনে। কিন্তু রাজনৈতিক কাজকর্মে বিশেষ করে সেন্ট্রালেকের কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারে

তিনি সত্যত সক্রিয় ও উৎসাহী ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর সহধর্মিণী শোভা ভট্টাচার্য তাঁকে সহযোগিতা করতেন। গোবিন্দদার আসাধারণ সৌন্দর্যবোধ ছিল, ছিলেন পরোপকারী। সর্বোপরি ছিলেন নিভীক ও মতের ক্ষেত্রে দৃঢ়। অথচ সকলের ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন। ‘রোখাচিত্র’ ‘কালকটা

হাট ক্লিনিক অ্যাড হসপিটালের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। রামমোহন লাইব্রেরির সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের

তিনি নেতা না হলেও ওই সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন।

গোবিন্দদার মৃত্যুতে বিধাননগরের রাজনৈতিক, সামাজিক

আন্দোলনের বড় ক্ষতি হল, কাব্য জগতের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

তৃণমূলের ভাঁওতা যত নগ্ন হচ্ছে মানুষও জাগছে

অরুণ কুমার দাস

বদলা নয়, বদল চাই’— এই এই মুখরোচক স্লোগান দিয়ে শুরু হয়েছিল তৃণমূলের পথ চলা। এটা যে কতখানি বিপ্লবাত্মক এবং মিথ্যা তা ১১ বছরের শেষ লগ্নে এসে রাজবাসী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন! এই অশনী সংকেত-এর কথা বাম নেতৃত্বের উপলব্ধিতে থাকলেও সাধারণ মানুষকে তা বোঝানো সর্বব হয়ে ওঠেনি। একদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয়-ভীতির সঞ্চার, অপরদিকে নানা প্রলোভনে শাসকদল রাজ্যের বৃহৎ অংশকে তাদের পক্ষে রাখতে সফল হয়। তাদের এই মুখোশধারী পরিকল্পনাটি জনগণের সামনে ধীরে ধীরে পরিষ্কৃত হতে থাকে কিন্তু অনেক দেরিতে।

বিরোধী বামশক্তি সহ সমস্ত গণতন্ত্র প্রিয় মানুষদের উপর শাসক দলের কর্মী ও প্রশাসন একযোগে নানা প্রকার চক্রান্ত ও হামলা করতে শুরু করে। তাদের উপর নানা রকম আঘাত শুরু হয়, নানা মিথ্যা স্লোগান এবং সাজানো অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুরু হয় বাড়ি আক্রমণ এবং দলীয় অফিস ভাঙচুর ও দখল,

এমনকি ব্যক্তি সম্পত্তি এবং বাড়িঘর ভাঙচুর ও শুরু করা হয়। নির্লজ্জভাবে তাদের এই উদ্ভাত্তায় সাধী হয় পুলিশ প্রশাসনও! এছাড়াও বাম কর্মী সমর্থকদের এলাকা ছাড়া করা এবং মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার অভিযান চলতে থাকে। সংবাদপত্র এবং মিডিয়াকে ভয়-ভীতি ও প্রলোভন দেখিয়ে তাদের হস্তগত করে সরকারের পক্ষে কথা বলাতে বাধ্য করা হয়। কোন সংবাদপত্র পড়া যাবে আর কোনটা পড়া যাবে না সে ব্যাপারেও সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়! বিরোধীদের সম্পর্কে সদন্তে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে মুখে কুলুপ এটে থাকার কথাও বলা হয়। চারিদিকেই সন্ত্রাস,সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাস! এইভাবে সমস্ত পরিবেশটাকে নিজের অনুকূলে এনে একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় আবহাওয়া তৈরি করা হয়। রাজ্যের ভয়াবহ বেকারত্বের পরিস্থিতিতে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় সরকারের চরম ব্যর্থতা কারও অজ্ঞাত নয়।

সারদা নারদা সহ দাগি চিটফান্ড কাণ্ডগুলিতেও হাজার হাজার মানুষকে সর্বশাস্ত্র করার

পর শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগের যে রাস্তা তৈরি করা হয় সেখানে তাদের দলীয় নেতা-কর্মীরাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে এমনটাই ঠিক করা হয়। একেবারেই নিচু তলা থেকে উপর তলা পর্যন্ত কমিশন কাটমানির ভিত্তিতে কাজ শুরু হয়ে যায়। সবটাই বেশ নীরবে শুরু হয়ে বেশ ভালোই চলছিল কিন্তু অবাধ লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতায় আস্তে আস্তে মুখোশ খুলতে শুরু করে। যখন দ্বিপদী হিংস্র হায়নার দল প্রাকৃতিক সম্পদ যথা কয়লা বালি পাথর এইসব লুঠ শুরু করে, তা বগী হামলাকেও স্নান করে দেয়। এক্ষেত্রে একশ্রেণির কর্মচারীকে হাত করে দলীয় কর্মীরা তার নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে নেয়। লুণ্ঠের টাকায় একদিকে দলীয় সম্পদ বৃদ্ধি অপর দিকে নেতাগণ নিজস্ব ভান্ডার পরিপূর্ণ করার বিশেষ তৎপর হতে থাকেন। এই ছিল তাদের এক এবং অভিন্ন লক্ষ্য। সেখানে ৭৫২৫ ভাগের কথা সর্বজনবিদিত!

এই আবহে শুরু হয় সর্বস্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ করে নিঃশব্দে লুট! হাজার হাজার

শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাতা করে সেখান থেকেও কমিশন। এইসব কাণ্ড কারখানা যখন চলছে তখন বিরোধীরা সেই কথা বললেও জনগণের কাছে তার ভদ্রলোকদের মুখোশ আস্তে আস্তে খুলতে থাকে, রাজ্য জুড়ে শুরু হয় ব্যাপক তল্লাশী, সেখান থেকে উদ্ধার হয় কোটি কোটি হিসাব বহির্ভূত টাকা।

নিরবচ্ছিন্নভাবে কালো টাকা উদ্ধারের সেই অভিযান আজও চলছে। যতদিন এর শেষ প্রান্তে পৌছনো না যায় ততদিন পর্যন্ত এই অভিযান চলবে, এটাই আমাদের আশা। অতি সম্প্রতি কুস্তল ঘোষ নামীয় এক তৃণমূলের যুব নেতা শ্রেণ্ডার হওয়ার পর তার কাছ থেকে যে সমস্ত নথিপত্র উদ্ধার হয়েছে সেখান থেকে আরো বড় মাথার নাম প্রকাশ্যে আসবে বলেই আশা করা যায়।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে লুট করার মাধ্যমে আমাদের শেষ করার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা আমাদের অর্থনীতিকে শেষ করবে শুধু তাই নয় একটা প্রজন্ম বোধ্য হয় শেষ হয়ে যেতে বসেছে। নেতাদের ঘরে জমা হয়েছে লুণ্ঠের হাজার হাজার কোটি টাকা, অপর

৫০ কোটি টাকা উদ্ধার হয়। আরো লজ্জা এবং কেলেক্সারি কথা হল এই যে, তিনি তার এক সহচরীর মাধ্যমে এসব লুটপাট চালিয়েছেন। এইসব তথ্যকথিত ভদ্রলোকদের মুখোশ আস্তে আস্তে খুলতে থাকে, রাজ্য জুড়ে শুরু হয় ব্যাপক তল্লাশী, সেখান থেকে উদ্ধার হয় কোটি কোটি হিসাব বহির্ভূত টাকা। নিরবচ্ছিন্নভাবে কালো টাকা উদ্ধারের সেই অভিযান আজও চলছে। যতদিন এর শেষ প্রান্তে পৌছনো না যায় ততদিন পর্যন্ত এই অভিযান চলবে, এটাই আমাদের আশা। অতি সম্প্রতি কুস্তল ঘোষ নামীয় এক তৃণমূলের যুব নেতা শ্রেণ্ডার হওয়ার পর তার কাছ থেকে যে সমস্ত নথিপত্র উদ্ধার হয়েছে সেখান থেকে আরো বড় মাথার নাম প্রকাশ্যে আসবে বলেই আশা করা যায়।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে লুট করার মাধ্যমে আমাদের শেষ করার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা আমাদের অর্থনীতিকে শেষ করবে শুধু তাই নয় একটা প্রজন্ম বোধ্য হয় শেষ হয়ে যেতে বসেছে। নেতাদের ঘরে জমা হয়েছে লুণ্ঠের হাজার হাজার কোটি টাকা, অপর

তেজস্বী গেলেন না সিবিআই দফতরে



ইডির এই অভিযান প্রসঙ্গে লালু প্রসাদ যাদব বলেন, আমার মেয়ে, ছোট নাতনি ও গর্ভবতী পুত্রবধূকে বসিয়ে রাখা হয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছে অভিযান।

ফটো : সংগৃহীত

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : ফের সিবিআইয়ের জেরা এড়ালেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। রেলো জমির বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার মামলায় তাঁকে জেরা করতে চায় সিবিআই। শনিবার দুপুরে তাঁকে যেতে বলা হয়েছিল দিল্লিতে সিবিআইয়ের সদর দফতরে। সূত্রের খবর, তিনি যাচ্ছেন না। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সিবিআইয়ের ডাকে সাড়া দিলেন না বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী।শুক্রবার তাঁর দিল্লির বাড়িতে একই মামলার তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

লালু পরিবারের ওপর ইডি হানায় গর্জে উঠলেন খাড়গে

গণতন্ত্রকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করছে মোদি সরকার

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : ইডি-সিবিআই-কে অপব্যবহারের অভিযোগ মোদি সরকারের বিরুদ্ধে, ইডি দিল্লির নিউ ফ্রেন্ডস কলোনি এলাকার একটি বাড়িতে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চলাকালীন সময়ে তেজস্বী যাদব নিজে সেখানে হাজির ছিলেন। হাজির ইডির এই অভিযান নিয়ে গর্জে উঠলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গো।একটি টুইট বার্তায় কংগ্রেস সভাপতি খড়গে লিখেছেন, বিরোধী নেতা-নেত্রীর উপর ইডি-সিবিআই-এর অপব্যবহার করে গণতন্ত্রকে হত্যা করার জঘন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে মোদি সরকার। পলাতকরা যখন দেশ থেকে কোটি টাকা নিয়ে পালিয়েছিল তখন মোদি সরকারের সংস্থাগুলো কোথায় ছিল? মোদির বেস্ট ফ্রেন্ড-এর সম্পদ যখন আকাশছোঁয়া তখন কেন তদন্ত হয় না? জনগণ এই স্বৈরাচারের যোগ্য জবাব দেবে! ইডির এই অভিযান প্রসঙ্গে লালু

প্রসাদ যাদব বলেন, আমার মেয়ে, ছোট নাতনি ও গর্ভবতী পুত্রবধূকে বসিয়ে রাখা হয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। চলেছে অভিযান। তিনি টুইট করে লিখেছেন, আমার জরুরি অবস্থার সমযও দেখেছি। আজ আমার কন্যা, ছোট নাতনি এবং গর্ভবতী পুত্রবধূকে ভিত্তিহীন প্রতিশোধমূলক মামলায় বিজেপির ইডি ১৫ ঘণ্টা ধরে বসিয়ে রেখেছে। বিজেপি কি এত নিম্ন স্তরে নেমে আমাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই করবে?অন্য একটি টুইটে লালু যাদব বলেছেন, সত্ব্য এবং বিজেপির বিরুদ্ধে আমার লড়াই ছিল এবং ভবিষ্যতেও তা চলবে। আমি তাদের সামনে কখনও মাথা নত করিনি এবং আমার পরিবার ও দলের কেউ আপনাদের নোংরা রাজনীতির সামনে মাথা নত করবে না। সূত্রের খবর,অভিযানের ইডি নগদ ৫৬ লক্ষ টাকা, ৫৪০ গ্রাম সোনা

এবং ১.৫ কেজি সোনার গয়না বাজেয়াপ্ত করেছে। সূত্রের খবর, ইডি দিল্লির নিউ ফ্রেন্ডস কলোনি এলাকার একটি বাড়িতে তল্লাশি চালায় যেখানে তেজস্বী যাদব হাজির ছিলেন। এই বাড়ির ঠিকানা একে ইনফোসিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি কোম্পানির নামে। যাদব পরিবার এটিকে তাদের আবাসিক সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ। অভিযোগে লালুপ্রসাদ যাদব রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ইউপিএ-১ সরকারের সময়, কথিত কেলেঙ্কারি হয়েছিল। অভিযোগে রয়েছে যে ২০০৪-২০০৯ সময়কালে ভারতীয় রেলের বিভিন্ন জোনে গুপ ডি-পদে তে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং এর বিনিময়ে তারা তাদের জমি তৎকালীন রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদ এবং এ কে ইনফোসিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন।

খেতমজুর থেকে ইউটিউবারের স্বপ্নের উড়ান

৬২ বছরের গঙ্গাবাবা প্রথম প্লেনে উঠলেন

হায়দারাবাদ, ৯ মার্চ : খেতে খেটেই খেতেন তিনি। জমি থেকে ভুট্টা তুলতেন। চাষের জমিতে কাজের সময়ে আকাশ দিয়ে উড়়ে যেত প্লেন। কখনও অবনৈহিনি আকাশ থেকে মাটিটা কেমন লাগে স্টো দেখতে পারেন। কিন্তু তেলঙ্গানার প্রত্যন্ত অঞ্চলের খেত মজুর ৬২ বছরের বৃদ্ধা মিলিকুরি গঙ্গাব্বা গত কয়েক বছর ধরেই তেলুগু সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। সেই তিনি সম্প্রতি প্লেনে চড়লেন। প্রথম প্লেনে চড়া এক গৌরো বৃদ্ধার যেমন বিস্ময় থাকে তেমনই দেখা গিয়েছে।

বিমানবদতড়ের ঢুকে বুঝতে



মিলিকুরি গঙ্গাব্বা।

ফটো : সংগৃহীত

পারছিলেন না কী করতে হবে। এত বাঁচকবকে জায়গা তিনি দেখেনইনি। সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

অরপর যখন প্লেনের সিটে গিয়ে বসলেন তখন যেন আরও বিব্রত গঙ্গাব্বা। শাড়ির

উপর দিয়ে সিট বেল্ট বাঁধতে গিয়েই কালঘাম ছুটছিল। সেই গঙ্গাব্বার প্লেনে চড়ার ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল। সেই ভিডিওর নীচে তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। তেলুগু ভাষায় কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর সারলা, গ্রামীণ জীবন থেকে উঠে আসার দেহাতি ছাপ ভষার বেড়া জলকে ভেঙে দিয়েছে। একজন তাঁর ভিডিওর নীচে লিখেছেন, আমি আপনার ভষা বুঝতে পারিনি।

কিন্তু আপনার সারলা আমায় মুগ্ধ করেছে। আমি অপেক্ষ করে আছি, আমার মাকে কব প্লেনে চপাতে পারবা। তিনিও আপনার

হোলিতে হেনস্থার পরেই ভারত

ছেড়েছেন জাপানি মহিলা

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : হোলির দিন জাপানি মহিলাকে হেনস্থার অভিযোগে তিন জনকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। অভিযুক্তেরা ঘটনার কথা স্বীকারও করে নিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। এ দিকে, পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই ঘটনার পর তড়িঘড়ি ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছেন ওই জাপানি মহিলা। সমাজমাধ্যমে হোলির দিন একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। তাতে দেখা যায়, এক জাপানি মহিলাকে ঘিরে ধরে রং মাখাচ্ছেন এক দল যুবক। জোর করে তাঁকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। এক জনকে থাপ্পড়ও মারেন বিদেশিনী। তার পর কোনও রকমে সেখান থেকে পালিয়ে যান। অভিযোগ, মহিলার মাথায় ডিমও ফাটানো হয়েছিল। যদিও মহিলার পরিচয় জানার জন্য জাপান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিল্লি পুলিশ। কিন্তু সেখানে এমন কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। দিল্লি পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তদন্ত করে পাহাড়গঞ্জ এলাকা থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে এক বাঙালকও। তাদের মাধ্যমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই জাপানি মহিলা ভারতে পর্যটক হিসাবে এসেছিলেন। ঘটনার পর বাংলাদেশে চলে গিয়েছেন। দিল্লির মহিলা কমিশন এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফে এই ঘটনায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আর্জি জানিয়ে দিল্লি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

আন্দোলনের জেরে

অগ্নিবীরদের বিএসএফে

সংরক্ষণ চালু করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : অগ্নিপথ প্রকল্পে চার বছর পরে অবসর নেওয়া সেনা অগ্নিবীরদের বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি নির্দেশিকায় জানিয়েছে, প্রতি বছর বিএসএফের যে শূন্যপদ থাকবে, তার দশ শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে অগ্নিবীরদের জন্য। সেনা জওয়ানদের গড় বয়স কমাতে গত বছর থেকে অগ্নিপথ প্রকল্প চালু করে নরেন্দ্র মোদি সরকার। যে নিয়ে সেনা জওয়ানদের কেবল চার বছরের জন্য নিয়োগ করা হবে। তাদের বলা হবে অগ্নিবীর। চার বছরের মেয়াদ শেষে সেই অগ্নিবীরদের মধ্যে মাত্র ২৫ শতাংশ সেনায যোগ দিতে পারবেন। বাকিদের অবসর নিতে হবে। ওই অবসর নেওয়া সেনা জওয়ানদের অনিশ্চিত ভবিষ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে গোড়া থেকেই সরব ছিলেন বিরোধীরা। বিষয়টি নিয়ে অন্বস্থিতে ছিল বিজেপি এবং কেন্দ্রও। বিজেপি নেতা কৈলাস বিয়বগীষ অগ্নিবীরদের বিজেপি দফতরে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে নিয়োগের কথা বলে বিতর্ক বাড়ান। এই অবস্থায় কেন্দ্রের নির্দেশে এগিয়ে আসে একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা।

গুজরাতে নেশামুক্তি কেন্দ্রে পিটিয়ে মারা হল রোগীকে

গান্ধীনগর, ১১ মার্চ : নৃশংস ঘটনা গুজরাতের নেশামুক্তি কেন্দ্রে। প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে বোধক পিটিয়ে নেশামুক্তি কেন্দ্রের এক আবাসিককে খুন করল সেক্টারের ম্যানেজার-সহ সাত জন। খুনের ঘটনাটি গত মাসের। যদিও তা সামনে এসেছে সম্প্রতি। গুজরাতের মেহসানার বাসিন্দা হার্দিক সুথার বিগত ছয় মাস ধরে পাটানের একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি ছিলেন। সেখানেই চিকিৎসা চলছিল তাঁর।

গতমাসে মৃত্যু হয় হার্দিকের। প্রাথমিকভাবে নেশামুক্তি কেন্দ্রের তরফে এই মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু মৃতদেহ দেখে পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় তদন্তকারীরা ওই কেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন। তখনই আসল ঘটনা সামনে আসে। কী হয়েছিল আসলে? পুলিশ সূত্রে খবর, গত মাসের ১৭ ফেব্রুয়ারি হার্দিক বাথরুমে গিয়ে হাতের কব্জি কেটে ফেলার চেষ্টা করেন। সেই কারণে সেক্টারের ম্যানেজার সন্দীপ

প্যাটেল এবং আরও সাত থেকে আটজন লোক তাঁর হাত-পা বেঁধে এবং প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে একটি মোটা প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে তাকে নির্মমভাবে মারধর করে। এমনকী, এদের মধ্যে দু’জন লাইটার দিয়ে পাইপের একটি অংশ পুড়িয়ে তা দিয়ে মারতে থাকে। তারা যুবকের গোপনাস্ত্রে গরম তরল ঢেলে দেয় বলে জানা গেছে।তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, সুথারকে অন্য রোগীদের সামনে মারধর করা হচ্ছিল কারণ,

অভিক্যুক্তরা চেয়েছিল, কেন্দ্রের অন্যান্য রোগীরাও যেন সতর্ক হয়ে যায়। তারাও যদি এমন কিছু করে, তাহলে তার পরিনাম একই হবে।

পুলিস জানিয়েছে, হার্দিকের মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে দেখানোর চেষ্টা করলেও আসল সত্যি সামনে এসেছে। ম্যানেজার সন্দীপ প্যাটেল ছাড়াও এই ঘটনায় আরও সাতজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে।

তুরস্কের ভূমিকম্প নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সরব হলেও, এড়িয়ে যান জোশীমঠ প্রসঙ্গ

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : বিপর্যয় মোকাবিলায় আরও বেশি করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ থেকে দিল্লিতে বিপর্যয়-ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে দু’দিনের একটি সম্মেলন শুরু হয়েছে। আজ ওই সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় তুরস্কের ভূমিকম্প নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেও, জোশীমঠের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে নীরবই রইলেন মোদি। সম্প্রতি প্রাকৃতিক

বিপর্যয়ের সাক্ষী থেকেছে উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠ। অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে জোশীমঠের একাংশ। সেই বিপর্যয় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের চার ধাম প্রকল্প নিয়েও।

পরিবেশবিদদের একটি বড় অংশের মতে, কার্যকারণ না দেখে পাহাড় ভেঙে সড়ক বানানো, নদীর জল আটকে জলবিদ্যু প্রকল্প বানানোয় স্থিতিস্থাপকতা

হারাচ্ছে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রকৃতি। ধস নামছে পাহাড়ে। কিন্তু আজ নিজেস বক্তব্যে তুরস্কের ভূমিকম্প নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সরব হলেও, এড়িয়ে যান জোশীমঠ প্রসঙ্গ। মোদি বলেন, পরম্পরা ও প্রযুক্তি আমাদের শক্তি। ওই দুইয়ের সমন্বয়ে এমন মডেল তৈরি করতে হবে যা আগাম সতর্কবার্তা দিতে সক্ষম হয়।

তিনি প্রাকৃতিক ভাবে সংবেদনশীল এলাকাগুলির তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার

পাশাপাশি রিয়েল টাইম নজরদারির উপরে জোর দেওয়ার পরামর্শ দেন। তাঁর কথায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে আটকানো সম্ভব নয়, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যাতে কমানো যায় সে বিষয়ে আমাদের তপর থাকতে হবে।

ভবিষ্যতের বিপর্যয়ের কথা ভেবে এখন থেকেই উন্নত প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে হাসপাতাল-বাড়ি কিংবা রাস্তা তৈরিতে।

ঘুষ না দিলে কাজ হবে না! টাকার বদলে গরু নিয়েই সরকারি দপ্তরে কৃষক

বেঙ্গালুরু, ১১ মার্চ : মোটা টাকা ঘুষ না দিলে কাজ হবে না। এমনই নিদান দিয়েছিলেন সরকারি আধিকারিক। কিন্তু এত টাকা পাবেন কোথায়? তাই নিজের সাথের গরুটিকে নিয়েই সরকারি দপ্তরে হাজির হলেন এক ব্যক্তি। সকাল থেকেই কর্ণাটকের এক পুরসভা অফিসে বেশ ভিড়। তবে সেই ভিড়ে শুধুমাত্র মানুষ নেই। বিশাল দুটো শিং নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা গরুও! পাশে দাঁড়িয়ে তার মালিক। কিন্তু হঠা পুরসভার অফিসে গরু নিয়ে কেন এলেন তিনি? প্রশ্ন করায় উত্তর এল, ঘুষ হিসেবে সাথের গরুটিকে নিয়ে এসছেন তিনি।

সরকারি দপ্তরে কাজ করতে গেলেও অনেকেই বিভিন্ন ভোগান্তির শিকার হন। কাজে দেরি হওয়া থেকে আরম্ভ করে মোটা টাকা ঘুষের দাবি, বিভিন্ন কারণেই সমস্যায় পানে সাধারণ মানুষ। তেমনই সমস্যায় পড়েছিলেন কর্ণাটকের এক চাষি। সে রাজ্যের হাবেরি জেলার সাভানুর-এ তাঁর বাড়ি। দীর্ঘদিন ধরে জমি সংক্রান্ত কিছু কাজের জন্য সরকারি অফিসে ছুটতে হচ্ছিল তাঁকে। অপরশেষে তাঁর কাজটা করার দায়িত্ব নেন এক



কর্নাটকের সরকারি কাজে ঘুষের জন্য এক গরিব চাষি তার গরুটাকে দান করতে এসেছে সরকারি আধিকারিকের কাছে।

ফটো : টুইটার

সরকারি আধিকারিক। কিন্তু তিনি সাফ জানিয়ে দেন, এই কাজের জন্য ২৫ হাজার টাকা ঘুষ নেবেন তিনি।

বহুকষ্টে সেই টাকা জোগাড়ও করেন ওই চাষি। কিন্তু তাতেও সমস্যা মেটেনি। অন্য এক সরকারি অফিসার আরও ২৫ হাজার টাকা দাবি করেন তাঁর কাছে। প্রথমবারের টাকা জোগাড় করতেই নাজেহাল হয়েছেন। ফের এত টাকা কোথায় পাবেন? নিরুপায় হয়ে নিজের একটা

গরুকেই ঘুষ হিসেবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তাই গরু নিয়ে এদিন অফিসে হাজির হন ওই অসহায় চাষি। সেই ছবিই এখন ছায়ে পড়েছে নেটদুনিয়ায়।এক ব্যক্তি ঘটনার ভিডিও নেটদুনিয়ায় প্রকাশ করেছেন।

ক্যাপশনে রীতিমতো কটাক্ষ করেছেন কর্ণাটক সরকারকে। বাকিরাও সম্পূর্ণ দায়ভার চাপিয়েছেন রাজ্য সরকারের উপর। এমনকি সে রাজ্যের

মুখ্যমন্ত্রীকেও ভিডিওটিতে ট্যাগ করেছেন অনেকে। তবে সংবাদ মাধ্যমের দাবি, ইতিমধ্যেই এই ঘটনা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের নজরে এসেছে।

এই কাজের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন অস আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে জেলা কমিশনারের কাছে। অন্যদিকে ওই চাষির সমস্যাও দ্রুত সমাধান করা হবে বলেই জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

কালাজাদুর জন্য তরুণীকে হেনস্থা মহারাষ্ট্রে

পুণে, ১১ মার্চ : কালাজাদুর জন্য তরুণীকে হেনস্থার অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। স্বামী-সহ সাত জনের বিরুদ্ধে তরুণী নিজেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ, জোর করে তাঁর কাছ থেকে ঋতুস্রাবের রক্ত নেওয়া হয়েছে। স্বামী, দেওর, শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাইপো, সকলের বিরুদ্ধেই হেনস্থার অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে মোট সাত জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭, ৩৫৪, ৪৯৮ ধারায় মামলা রুজু করা

হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ২০১৯ সালে তরুণীর বিয়ে হয়। তারপর থেকেই নাকি তাঁকে মানসিক এবং শারীরিক ভাবে হেনস্থা করতেন শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা। গত বছর অগস্ট মাসে তরুণীর ঋতুস্রাবের রক্ত তুলোর মাধ্যমে বোতলে ভরেন তাঁর দেওর, ভাইপো এবং এক প্রতিবেশীও। তরুণী অভিযোগপত্রে এ-ও জানিয়েছেন যে, তাঁর কাছ

থেকে ঋতুস্রাবের রক্ত আদায় করতে পারলে দেওর ৫০ হাজার টাকা পাবেন বলে চুক্তি হয়েছিল। গোটা ঘটনার পর শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে পুণেতে বাবা, মায়ের কাছে চলে আসেন তরুণী। সেখানেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করলেও এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

জেলায় জেলায়

শাসকদলের পছন্দের মিস্ত্রি দিয়ে বাড়ি না বানানোর জন্য বাধা

সংবাদদাতা : শাসক তৃণমূল আবাসের বাড়ি তৈরির এমন কংগ্রেসের কর্মীরা রাজমিস্ত্রিদের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য থেকেও কাটমানি খেতে চায়। ছড়িয়েছে। আবাস যোজনার অভিযোগ শাসকদলের পছন্দের মিস্ত্রি দিয়ে বাড়ি না বানানোর জন্য আবাসের স্লিপই কেড়ে নিলেন শাসকদলের কাউন্সিলরের অনুগামীরা। স্লিপ কেড়ে নেওয়া হয় বলেও

স্লিপ দেখাতে না পারার জন্য আর মিলছে না আবাস যোজনার বাড়ি তৈরির টাকা। এখন ভাড়া করা ঝুপড়ি ঘরে দিন কাটিয়ে অর্ডার স্লিপের জন্য হনো হয়ে ওয়ার্ড কর্মিটি থেকে পুরসভা ঘুরে ঘুরে দিন কাটছে উপভোক্তার।

কাটোয়া পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাগান পাড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য। যদিও অভিযুক্তের বক্তব্য, কোনও অর্ডার স্লিপ কেড়ে নেওয়া হয়নি। কাউন্সিলরের অনুগামী অভিযুক্ত দুই তৃণমূল কর্মী, অন্যজনকে দেখিয়ে পালিয়ে যায় আসল অভিযুক্ত বাবু শেখ। দ্বিতীয় অভিযুক্ত সামিম শেখের সাক্ষাই, মিথ্যা অভিযোগ, কোন অর্ডার স্লিপ কেড়ে নেওয়া হয়নি। এই ঘটনায় ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বিজন সাহার বক্তব্য, কোনও ওয়ার্ক অর্ডার কেড়ে নেওয়া হয়নি। উপভোক্তা ওয়ার্ক অর্ডার হারিয়ে ফেলে এখন দোষারোপ করছেন। যদিও পুরপ্রধানের বক্তব্য, উপভোক্তার জমিতে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। তাই বাড়ি তৈরির কাজ থমকে। কাটোয়া পুরসভার পুরপ্রধান সমীর সাহা এই বিষয়ে বলেন, ওই উপভোক্তাকে ডেকে সব কিছু জানা হবে।

বৃষ্টিতেও স্বস্তি মিলল না পূর্ব বর্ধমানে

সংবাদদাতা : টানা বেশ কয়েক মাস ধরে বৃষ্টি না হওয়ায় পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রায় সর্বত্রই পুকুর, খাল, নদীর জল যেমন শুকিয়ে গেছে তেমননি প্রচণ্ড গরমে সারা পূর্ব বর্ধমান জেলার মানুষের নাড়িশ্বাস হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে শুক্রবার রাত প্রায় সাড়ে ন’টার সময় হঠাৎ আউশগ্রাম, ভাতার, গলসী, বর্ধমান, পূর্বস্থলী সহ প্রায় সারা পূর্ব বর্ধমান জেলাতেই ঝড় সহ বৃষ্টি আরম্ভ হয় কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পূর্বস্থলীর পাটুলি গ্রামের বাসিন্দা কেউ ঘোষের কথায়, গতকাল রাতে যখন বৃষ্টি আরম্ভ হয় তারা ভেবেছিলেন, হয়তো কিছুক্ষণ বৃষ্টি হবে আর কিছুটা হলেও গরম থেকে স্বস্তি মিলবে। আউশগ্রামের গুসকরা শহরের বাসিন্দা সিদ্ধেশ্বর মন্ডলের আক্ষেপ, তাঁরা অনেকদিন ধরেই বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছিলেন, যদি একটু ভারী ধরণের বৃষ্টি হত, তাহলে অন্ততপক্ষে গরম থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাওয়া যেত।

উত্তর দিনাজপুরে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : উত্তর দিনাজপুরে রাস্তার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার তৃণমূল নেতা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তাঁর বুকের বাঁদিকে গভীর ক্ষত চিহ্ন ছিল। সেটি কি গুলির ক্ষত? পুলিশ জানিয়েছে, কোনও গুলি চলেনি, ছুরিতে আহত হয়েছেন ওই নেতা। কে কেন ছুরি মারল, তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে রক্তাক্ত ওই যুবককে উদ্ধার করে। আহত তৃণমূল নেতার নাম, জাকির হোসেন (৬৮)। তিনি উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার খিরনিগাঁও অঞ্চলের তৃণমূল যুগ্ম সভাপতি। পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। পরিবারের দাবি, স্থানীয় এক ব্যক্তি জাকিরের কাছে কিছু টাকা সেতেনা। বৃহস্পতিবার সেই টাকা না পেয়ে জাকিরকে হুমকি দেন। ঘটনার নেপথ্যে তাঁর হাত রয়েছে বলে অভিযোগ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তৃণমূল নেতাকে প্রথমে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় ভর্তি করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এখন তিনি ভর্তি আছেন শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে। ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কার্তিক মণ্ডল জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দিনকয়েক আগেই তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ইসলামপুরে দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, সংঘর্ষের জেরে চলে গুলি-বোমার লড়াইও হয়। সেই বোমার আঘাতে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ সামনে আসে। মৃত সিভিক ভলান্টিয়ার, স্থানীয় তৃণমূল নেতার ভাই বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় যিনি অভিযুক্ত, তিনি তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। থানা সেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। জেলা সভাপতি এবং ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুল করিম চৌধুরী। এই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার থানা সেরাও করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। এই ঘটনায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানহাইয়ালাল আগারওয়াল এবং ব্লক সভাপতি জাকির হোসেনের প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

দুর্গাপুরে এবার সুপার স্পেশালিটি ক্যান্সার হাসপাতাল

তুবার গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গাপুর : পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে ইতিমধ্যেই বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে। আছে কয়েকটি মেডিকেল কলেজও। এবার হতে চলেছে একটি সুপার স্পেশালিটি ক্যান্সার হাসপাতাল। ৩০০ থেকে ৩৫০ বেডের এই হাসপাতাল গড়ে তুলছে দুর্গাপুরের বিবেকানন্দ হাসপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড। শুক্রবার হাসপাতালটির ভূমি পূজা উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান ছিল। বহু মানুষের উপস্থিতি ছিল এই অনুষ্ঠানে। দু’নম্বর জাতীয় সড়কের ধারেই পলাশডিহা অঞ্চলে প্রস্তাবিত হাসপাতালটি গড়ে উঠছে। বিবেকানন্দ হাসপাতালের সিএমডি সুজিত দত্ত সাংবাদিকদের জানানেন, এটি তার স্বপ্নের প্রজেক্ট। এক একর জায়গার উপর অত্যন্ত আধুনিক মানের ১০ তলা বিস্তৃতি গড়ে উঠবে। হাসপাতালে থাকবে রেডিওথেরাপি সহ ক্যান্সার চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থাদি। বিশেষ থেকে আনা হবে আধুনিক মানের মেশিনপত্র। থাকবে ডে কোয়ার। রোগীদের পরিবারের থাকার জন্য ব্যবস্থা। ক্যান্সার ছাড়াও মাদার এন্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : আলুর বন্ড দেওয়াকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা জলপাইগুড়িতে। শুক্রবার বিকেলে বন্ড বিলিকে কেন্দ্র করে তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় জলপাইগুড়ির বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গরালবাড়ি এলাকায় গঙ্গা কোন্ড স্টোরজ চত্বরে। জলপাইগুড়িতে যে হিমঘরগুলি রয়েছে, সেগুলিতে শুক্রবার থেকে বন্ড দেওয়া শুরু হয়েছে। সেই নিয়ে গতরাত থেকেই প্রতিটি হিমঘরের বাইরে ভিড় ছিল। গরালবাড়ির গঙ্গা কোন্ড স্টোরজের চিট্রাটো একইরকম। কিন্তু এদিন দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করার পরও বন্ড না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মানুষজন। আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাঁরা। হিমঘরের বাইরে দুই জায়গায় আগুন জ্বালানো হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমঘর চত্বরে গিয়ে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন তাঁরা। বিক্ষুব্ধ মানুষজনের একাংশ পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর বৃষ্টি করতে শুরু করেন বলেও প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। কার্যত রণক্ষেত্র তৈরি হয় এলাকায়। বিক্ষোভকারীদের হিমঘর চত্বর থেকে হঠাতে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করেন পুলিশকর্মীরা। ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের শেলও। শেষে পুলিশের চেষ্টায় বিক্ষোভকারীদের সেখান থেকে সরিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়।

বিক্ষোভকারীরা বলছেন, তাঁরা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন হিমঘরের বাইরে আলুর বন্ডের জন্য। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বাইরে। একাধিক লাইন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মাঝে একবার প্রশাসনের লোকজন এসে লাইন ঠিকঠাকও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর হঠাৎ তাঁদের চলে যেতে বলা হয় সেখান থেকে। জানানো হয়, আলু বন্ড আজ আর দেওয়া হবে না। যা বন্ড ছিল, তা শেষ হয়ে গিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, এত বড় হিমঘর। ভিতরে পর্যাপ্ত জায়গা। তাহলে বাকি বন্ড গেল কোথায়? আর এই নিয়েই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন চাষীরা। এদিকে বিষয়টি নিয়ে পুলিশ

দাম না পেয়ে চাষীরা আলু ফেলে রেখেছেন মাঠে

জলপাইগুড়িতে বন্ডে অনিয়ম নিয়ে ধুন্ধুমার

সুপার বিশ্বজিৎ মাহাতো জানাচ্ছেন, কিছু মানুষের অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। তাঁরা বলছেন, বন্ডের টোকেন পাননি। আমরা শুনলাম, জায়গা শেষ হয়ে গিয়েছে। ওরা যেতে চাইছিল না, আমরা আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়েছি। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। দুই একজন পুলিশকর্মীর গায়ে ঢিল লেগেছে তবে আঘাত গুরুতর নয়। এদিকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চলে যেতেই ফের হিমঘরে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। জানা যাচ্ছে হিমঘর চত্বরে

চাহিদা পূরণের পর সেই আলু ভিন রাজ্যে রফতানি হত। ফলে, আলু চাষিদের ক্ষতির মুখ দেখতে হত না। তবে, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভিন রাজ্যেও আলুর ফলন ভাল হচ্ছে। তাই রফতানি হচ্ছে না বাংলা থেকে। উদ্বৃত্ত আলু মাঠেই পচছে। গতবছর আলু চাষিরা প্রতি ৫০ কেজির বস্তা বিক্রি করেছিলেন ৫০০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত দামে। কিন্তু এই বছর তার ধারেকাছেও নেই। এই বছর আলু বিক্রি করতে হচ্ছে খুব বেশি হলে প্রতি বস্তা

তা থেকে এই ৫০ টাকা বাদ দিলে হাতে আসে ২৭৫ টাকা প্রতি বস্তা। যা বর্তমান বাজারদর থেকেও প্রায় ২৫ টাকা কম। কিছুটা লাভের আশা নিয়ে বিধা প্রতি ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা খরচ করে এবারও আলু চাষ করেছেন হুগলির চাষিরা। কেউ মহাজনদের থেকে ধার-বাকি নিয়ে, কেউ নিজের সঞ্চয়ের পুঁজি থেকে খরচ করে চাষ করেছেন। কিন্তু আলুর ফলন ওঠার সময় থেকেই দাম একেবারে তালানিতে। প্রচুর টাকার লোকসানের মুখে চাষিরা।



মাঠে এভাবেই পড়ে আছে আলু।

ফটো : সংগৃহীত

ভাঙচুর চালিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন উত্তেজত জনতা।

এদিকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আলু চাষিদের অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে বিগত কিছুদিন ধরে। রাস্তায় আলু ফেলে দেওয়া হচ্ছে। চাষিরা বলছেন, তাঁরা আলুর দাম পাচ্ছেন না। সরকারের তরফে চাষিদের থেকে আলু কেনা হচ্ছে বটে, কিন্তু তাতেও লাভের সিকিভাগও দেখতে পাচ্ছেন না কৃষকরা। চাষিরা দাবি তুলছেন, সরকার আরও দাম বাড়াক আলুরা। ক্ষোভে ফুঁসছেন আলুচাষিরা। সবথেকে বেশি অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে হুগলি জেলায়। কিন্তু কেন এই অসন্তোষ? কোথায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে? কতটা ক্ষতির মুখে পড়ছেন কৃষকরা? হুগলি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে খোঁজখবর নিলেন টিভি নাইন বাংলার প্রতিনিধিরা। এই রাজ্যে আলুর উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন। যার বেশির ভাগই হুগলি জেলায়। প্রায় ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদন হয় হুগলিতে। তার মধ্যে এ রাজ্যে প্রায় ৫৬ লাখ মেট্রিক টন আলু খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। বাকি এই বিপুল পরিমাণ আলু উদ্ভূত। আর এখানেই সমস্যা। চাহিদার তুলনায় ফলন বেশি। আর সেই কারণে দাম উঠছে না ফলনের। আলুর ফলন ভাল হলে, রাজ্যের

২৮০ টাকা থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে। কৃষকরা বলছেন, এক বিধা আলু চাষ করতে গেলে প্রায় ২৫ হাজার টাকার খরচ। আর সেখানে ফলন বিক্রি করে হাতে আসছে ১০-১২ হাজার টাকা। ফলে লাভের মুখ দেখা তো দূরের কথা, ক্ষতির অঙ্ক গুনতে গুনতেই হিমশিম খাচ্ছেন কৃষকরা।

সরকারের থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, প্রতি কুইন্টাল আলু চাষিদের থেকে ৬৫০ টাকায় কেনা হবে। অর্থাৎ প্রতি ৫০ কেজির বস্তায় হিসেব করলে, সেই আলুর বস্তার বিক্রয় মূল্য হয় ৩২৫ টাকা। বাইরে যেখানে আলু ২৮০-৩০০ টাকায় প্রতি বস্তা বিক্রি করতে হচ্ছে, সেখানে সরকার বেশি কিছুটা বেশি দামেই কিনছে।

কিন্তু চাষিরা বলছেন, আপাতভাবে সরকারের এই দাম বেশি মনে হলেও এখানে আরও বেশি ক্ষতি হচ্ছে তাঁদের। চাষিদের বক্তব্য, সরকারি দরে আলু বিক্রি করতে হলে জমি থেকে আলু প্যাকেট জাত করে হিমঘর পৌঁছে দিতে হবে। হিমঘর পযন্ত এক বস্তা আলু প্যাকেট জাত করে পৌঁছে দিতে হলে আলু বাছাই করে ওজন করা, বস্তা এবং গাড়ি ভাড়া মিলিয়ে খরচ পরে ৫০ টাকা। সরকারের তরফে যে ৩২৫ টাকা বিক্রয় মূল্য স্থির করা হয়েছে,

যেখানে অন্যান্য বছর কাঠা প্রতি ফলন হয় গড়ে ৫ বস্তা ফলন হত, এই বছর

কাঠা প্রতি আলুর ফলন হয়েছে কোথাও তিন বস্তা, তো কোথাও সাড়ে তিন বস্তা। এদিকে বেড়েছে চাষের আনুমানিক খরচ। এমন কতিন অবস্থায় মহাজনদের ঋণ শোধ করার জন্য কম দামেই আলু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন চাষিরা। তাঁরা বলছেন, এতটাই দুর্দশা যে এবারে আলুর দাম না হলে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না তাঁদের কাছে। রাজ্য সরকারের কাছে চাষিদের কাতর আর্তি, আলুর সহায়ক মূল্য বাড়িয়ে অন্তত ৮০০-১০০০ টাকা করা হোক।

আলুর সহায়ক মূল্য বাড়ানোর দাবিতে সরকারকে খোঁচা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার সহ-সভাপতি ভক্তরাম পান। তাঁর বক্তব্য, সরকার যে দাম বেঁধে দিয়েছে, তাতে খরচ উঠবে না চাষিদের। তাঁর দাবি, সরকার ১০০০ টাকা কুইন্টাল প্রতি দাম ধার্য্য করুক।

আলু ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, আলুর কুইন্টাল পিছু দাম ৬৫০ টাকার পরিবর্তে ৮০০ টাকা হলে কৃষকরা আরও বেশি উপকৃত হতেন।



উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া-২ ব্লকের অশোকনগর বিধানসভা এলাকার দিঘড়া হরিন্দয়াল বিদ্যাপীঠের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ডিএ’র দাবিতে ১০ মার্চ ধর্মঘট এবং যৌথ ধর্না মঞ্চের যোগদানের জন্য। শনিবার শাসকদলের কর্মীরা স্কুলে তালা লাগিয়ে দেয়। যদিও তারা প্রচার করে দল নয় অবিভাবকরা তালা দিয়েছেন। তালা দেওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে ঢুকতে বাধা পায়। ছবি :- বেঙ্গল নিউজের সৌজনে

৪৮ ঘণ্টায় দেউলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক

ওয়াশিংটন, ১১ মার্চ : বন্ধ হয়ে গেলো যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক। গত বুধবার ব্যাংকটির কর্তৃপক্ষ কিছু শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু সেই ঘোষণাই কাল হয়ে দাঁড়ায় ৪০ বছরে পুরোনো ব্যাংকটির জন্য। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় বিনিয়োগকারীরা ব্যাপকহারে জামানত তুলে নেয়, কমে যায় শেয়ারের দরও। আর তাতেই মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুরোপুরি দেউলিয়া হয়ে যায় সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক (এসভিবি)। শুক্রবার (১০ মার্চ) ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকটি বন্ধ করে দিয়ে তাদের সব আমানতের দায় নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। রয়টার্সের খবর অনুসারে, ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে বৃহত্তম ব্যাংকের পতন এটি। এর ফলে বিভিন্ন কোম্পানি ও বিনিয়োগকারীদের শত শত কোটি ডলার আটকে গেছে। গোটা বিশ্বের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর আগে, ২০০৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন মিউচুয়াল ব্যাংক বন্ধের ঘটনাটি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচিত হতো। সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক এসভিপি ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। মূলত নতুন ব্যবসা বা স্টার্টআপদের ঋণ দিয়ে থাকে এই


 দেউলিয়া হওয়া সিলিকন ভ্যালির বন্ধ দরজার সামনে সর্বশ হারানো গ্রাহকদের ভিড়। ফটো : রয়টার্স

ব্যাংক। ফরচুন ডটকমের তথ্যমতে, চার দশকের পুরোনো ব্যাংকটি যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ শতাংশের বেশির স্টার্টআপকে তহবিল জুগিয়েছে। ২০২২ সালের হিসাব অনুযায়ী, ব্যাংকটির আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং পোর্টফোলিওর ৫৬ শতাংশই ভেঞ্চার বা প্রাইভেট ইকুাইটি ফান্ড। এসভিবির আর্থিক প্রোফাইলের মূল চালিকাশক্তিই হলো গ্রাহক তহবিল। ২০২১ সালে ব্যাংকটিতে বিপুল হারে আমানত আসতে শুরু করে। ২০১৯ সালের তাদের ঘরে ৬১ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আমানত ছিল। ২০২১ সালে তা বেড়ে ১৮৯ দশমিক ২০ বিলিয়নে পৌঁছায়। তবে আমানত বাড়লেই তো হবে না। ব্যাংকের মূল কাজ ঋণ দেওয়া। এত বেশি মূলধন নিয়েও সেভাবে দ্রুত হারে ঋণ দিতে পারেনি এসভিবি। তবে এমন পরিস্থিতিতে হাতে থাকা মূলধন নষ্ট করতে চায়নি ব্যাংকটি। হোল্ড-টু-ম্যাচিউরিটি (এইচটিএম)

পোর্টফোলিওর জন্য এই আমানতের টাকা দিয়ে মর্টগেজ–ব্যাকড সিকিউরিটিজ (এমবিএস) কিনতে শুরু করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ওই সময় ৮০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সিকিউরিটিজ কিনে ফেলে তারা। এই এমবিএসের প্রায় ৯৭ শতাংশের মেয়াদ ছিল ১০ বছরের বেশি, গড় রিটার্ন ছিল ১ দশমিক ৫৬ শতাংশ।কিন্তু সমস্যা শুরু হয় কিছুদিন পরেই। মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের রিটার্ন কমতে থাক। কারণ বিনিয়োগকারীরা তখন ফেডারেল ব্যাংক থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকিহীন বন্ড কেনাতেই বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সেখানে প্রায় নিশ্চিত ২ দশমিক ৫ গুণ রিটার্ন পাবেন তারা।

ফেডের ক্রমবর্ধমান সুদের হারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই বন্ডের দামও কমতে থাকে। সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের পোর্টফোলিওতে ক্রমেই বাতে থাকে লোকসান। এমন সময়ে

চিনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে

নির্বাচিত হলেন লি কিয়াং

বেজিং, ১১ মার্চ : লি কিয়াং চিনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। শনিবার সকালে এক পার্লামেন্ট অধিবেশনে ভোটাভুটির পর তাঁর নির্বাচন চূড়ান্ত করা হয়। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী লি কে কিয়াংয়ের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন তিনি। শনিবার পার্লামেন্ট অধিবেশনে সে প্রস্তাবটি পড়ে শোনানো হয়। তাঁর নিয়োগ চূড়ান্ত করতে ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের (পার্লামেন্ট) ২ হাজার ৯০০–এর বেশি প্রতিনিধির মধ্যে ভোট হয়। ৬৩ বছর বয়সী এ নেতা প্রায় সবাইই সমর্থন পেয়েছেন। পার্লামেন্টে স্থাপিত একটি ইলেকট্রনিক স্ক্রিনে দেখা গেছে, লি ২ হাজার ৯৩৬ ভোট পেয়েছেন। মাত্র তিনজন প্রতিনিধি তাঁর নিয়োগের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। অটচজন


 নির্বাচিত হওয়ার পর শপথ নেন লি কিয়াং। ফটো : রয়টার্স

ভোটদানে বিরত ছিলেন। ভোট চলার সময় ভেতরে সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। পরে চিনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন লি কিয়াং। চিনের সর্বাধিকারের প্রতি অনুগত থাকার অঙ্গীকার করেন তিনি।

সেচপাশ্প শ্বেশনের শ্রমিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন লি কিয়াং। এরপর ধীরে ধীরে স্থানীয় সরকারের পর্যায়ের বিভিন্ন পদে আসীন হন। একসময় সাংহাই শহরে কমিউনিস্ট পার্টিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন লি কিয়াং। ২০০০–এর দশকের শুরুর্তে শি জিন পিংয়ের চিফ অব স্টাফ ছিলেন তিনি। সি তখন হোজিয়াং–এ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন।

এক বছরের শিশুর

মস্তিষ্কে যমজের জ্রণ

বেজিং, ১১ মার্চ : চিনের সাংহাইয়ে এক বছর বয়সী এক শিশুর মস্তিষ্কে তারই যমজের জ্রণ পাওয়া গেছে। নিউরোলজি সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এমন তথ্য জানা গেছে। এ ধরনের অবস্থা ফেটাস ইন ফেটু নামে পরিচিত। এটি বিরল ঘটনা।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে মায়ের গর্ভে যমজেরা সংযুক্ত হয়ে যায় এবং একজন হিসেবে বেড়ে ওঠে।

নিউরোলজি সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, শিশুটির মধ্যে মানসিক বিকাশজনিত সমস্যা দেখা দেওয়ায় এবং তার বড় মাথার কারণে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসকেরা তখন ওই শিশুর মস্তিষ্কে জীবন্ত জ্রণ শনাক্ত করেন। পরে জিনোম পরীক্ষা করে দেখা যায়, জ্রণটি ওই শিশুর যমজ।

আইএফএল সায়ন্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে এ ধরনের ঘটনা ঘটে। স্ত্রী ভিস্‌গ্রাণ্ড ও পুরুষ শুক্রাণু নিষিক্ত হওয়ার পর যে কোষগুলো গড়ে ওঠে, সেগুলো যদি যথাযথভাবে বিভক্ত না হতে পারে, তখনই এমন অবস্থা তৈরি হয়। তখন একটি জ্রণ আরেকটি জ্রণের আড়ালে চলে যায়। যমজ জ্রণের কোষ দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকায় আড়ালে চলে যাওয়া জ্রণটি বাড়তে পারে না। তবে রক্ত সরবরাহ থাকায় এ জ্রণ জীবন্ত থাকে। এ অবস্থাকে পরজীবী যমজ নামেও ডাকা হয়ে থাকে। এ ধরনের ঘটনা এবারই প্রথম ঘটেনি। মিসের ১৯৯৭ সালে এক কিশোরের পেটে একটি জ্রণ শনাক্ত হয়। তখন জানা যায়, ১৬ বছর ধরে জ্রণটি ওই কিশোরের পেটে ছিল। শুধু তা–ই নয়, গাঁত বছরের নভেম্বরে ঝাড়খণ্ডের রাতিকতে ২১ দিন বয়সী এক নবজাতকের পাকস্থলী থেকে আটটি জ্রণ সরানো হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রমোদতরিতে রহস্যময় অসুস্থতায় ৩০০ আরোহী



রুবি প্রিন্সেস।

 ফটো : ইউটিউব ভিডিও থেকে নেওয়া

ওয়াশিংটন, ১১ মার্চ : যাত্রী ছিলেন ২ হাজার ৮৮১ যুক্তরাষ্ট্রের প্রমোদতরি রুবি প্রিন্সেস। সম্প্রতি সেটি সদস্য ছিলেন ১ হাজার ১৫৯ যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্য থেকে মেক্সিকোয় যাত্রা করে। যাত্রাপথে প্রমোদতরিটিতে থাকা ৩০০ জনের বেশি আরোহী অসুস্থ হয়ে পড়েন। কী কারণে এত আরোহীর এ অসুস্থতা, তা ধোঁয়াশার মতোই রয়ে গেছে। যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম মেট্রো নিউজের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে এনডিটিভি। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত রুবি প্রিন্সেস যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে যাত্রা করেছিল। জাহাজটিতে

আগামী ১৪ মে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন

আঙ্কারা, ১১ মার্চ : আগামী ১৪ মে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান আজ শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে এ তারিখ ঘোষণা করেন। নির্বাচনের সিদ্ধান্তের বিষয়টি সই করার পর এরদোয়ান এক ভাষণে বলেন, আগামী ১৪ মে তুরস্ক জাতি তাদের প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট সদস্যদের নির্বাচন করতে ভোট দেবে। গত সপ্তাহে এক ভাষণে এরদোয়ান বলেছিলেন, নির্বাচনের তারিখ ঠিক করতে যা প্রয়োজন তা করা হবে। এদিকে পার্লামেন্টের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টির (সিএইচপি) নেতা কামাল ইব্রাকবদ্ধ হয়েছে।

গত সপ্তাহে আরেকজন বিশিষ্ট বিরোধী নেতা মেরাল আকসেনার প্রাথমিকভাবে কিলিচদারোব্লুর প্রধানমন্ত্রী পদে প্রার্থী হওয়ার বিরোধিতা করেছেন। সাবেক আমলা কিলিচদারোব্লু, যাকে কেউ কেউ অকার্যকর বলে মনে করেন, তিনি এরদোয়ানকে পরাজিত করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন মেরাল আকসেনা। তবে সোমবার আকসেনার কিলিচদারোব্লুর প্রতি তাঁর সমর্থন জানান। তুরস্কের বিরোধী নেতারা অর্থনৈতিক মন্দা, নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংকুচিত করার জন্য ৬৮ বছর বয়সী এরদোয়ানকে দায়ী করছেন। তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে এক ব্যক্তির শাসন ব্যবস্থা চালুর অভিযোগ করেছেন। তুরস্কের অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তাঁর জনপ্রিয়তাও কমেছে।

ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরিতে অগ্নুৎপাত, ছড়িয়ে পড়ছে গরম ঝোঁরা

জাকার্তা, ১১ মার্চ : ইন্দোনেশিয়ার মেরাপি আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়েছে। শনিবার শুরু হওয়া এই উগ্ন্যুৎপাতের ফলে সেখান থেকে গরম ঝোঁরা বেরে হচ্ছে, যা এরই মধ্যে সাত কিলোমিটার দূর পর্যন্ত পৌঁছেছে। খবর রয়টার্সের।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগ্নেয়গিরিটি ইন্দোনেশিয়ার যোগাকর্তার বিশেষ অঞ্চলে অবস্থিত। শনিবার বেলা ১১টার দিকে এটিতে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়। সেখান থেকে লাভা ছড়িয়েছে দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত।এক বিবৃতিতে বিপজ্জনক এলাকায় বাসিন্দাদের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ আগ্নেয়গিরির গর্ভের তিন থেকে সাত কিলমিটার ঝুঁকিপূর্ণ। মেরাপি হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার

সবচেয়ে সক্রিয় আগ্নেয়গিরিগুলোর মধ্যে একটি। এটির উচ্চতা দুই হাজার ৯৬৩ মিটার। প্যাসিফিক রিং অব ফায়ারে মেরাপির অবস্থান। অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরির সংখ্যা বেশি। এটিতে সর্বশেষ উগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল ২০১০ সালে। যাতে ৩৫০ জনের বেশি মানুষ মারা যান।

২০২১ সালের ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব জাভা প্রদেশে মাউন্ট সেমেরুতে ভয়াবহ অগ্ন্যুপাত হয়। যাতে প্রায় ৬০ জন নিহত হন। আগ্নেয়গিরিটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার ৬৭৬ মিটার উপরে অবস্থিত। মাউন্ট সেমেরু ইন্দোনেশিয়ার প্রায় ১৬০টি সক্রিয় আগ্নেয়গিরির মধ্যে একটি।

৫০০ বছর আগে ডুবে যাওয়া জাহাজে মসলার সন্ধান

স্টকহোম, ১১ মার্চ : ৫০০ বছরের বেশি সময় আগে সুইডেনের বাল্টিক সাগরে ডুবে গিয়েছিল একটি রয়েল জাহাজ।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা জানিয়েছেন, ওই জাহাজের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে খুব ভালোভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় কিছু মসলা পাওয়া গেছে। যার মধ্যে রয়েছে মরিচ ও আদা। খবর গান্ধ নিউজের। ডেনমার্ক ও নরওয়ের রাজা হাঙ্গের মালিকানাধীন গ্রিবসুন্ডের ধ্বংসাবশেষ ১৪৯৫ সাল থেকে রনোবির উপকূলে পড়ে আছে। মনে করা হয়, আগুন লাগার পর জাহাজটি ডুবে গিয়েছিল। ১৯৬০–এর দশকে ক্রীড়া ডুবুরিদের দ্বারা পুনরায় এটি আবিষ্কৃত হয়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাহাজটিতে খনন কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। আগের



৫০০ বছর আগে সংরক্ষণ করা এই সেই উজার হওয়া মশলা।

 ফটো : সংগৃহীত

ডুবুরিরা ফিগারহেড ও কাঠের মতো বড় বস্তু উদ্ধার করেছিল। এখন লুন্ড ইউনিভার্সিটির প্রত্নতাত্ত্বিক বিজ্ঞানী ব্রেন্ডন ফোলির নেতৃত্বে পরিচালিত খননকার্যে পলিতে চাপা পড়া অবস্থায় ভালোভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় মশলা পাওয়া গেছে। বাল্টিক একটি অদ্ভুত সাগর।

এখনে কম অক্সিজেন, কম তাপমাত্রা, কম লবণাক্ততা, বাল্টিক অঞ্চলে অনেক জৈব জিনিস ভালভাবে সংরক্ষিত আছে, ফলে মসলাগুলো সেখানে এত ভালোভাবে সংরক্ষিত থাকার কথা নয়। তাই এই সন্ধানকে অসাধারণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশে বিস্ফোরণ, নিহত ১

কাবুল, ১১ মার্চ : আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় বলখ প্রদেশের রাজধানী মাজার–ই–শরীফে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে একজন নিহত ও অন্তত পাঁচ গণমাধ্যম কর্মী আহত হয়েছেন। শনিবার শহরটিতে গণমাধ্যম কর্মীদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। নিহতের পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

এর আগে বৃহস্পতিবার নিজ কার্যালয়ে বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রদেশটির গভর্নর মৌলভি মোহাম্মদ দাউদ মুজাম্মিল নিহত হন। তার দুদিন পর প্রদেশটিতে পুনরায় একই ধরনের ঘটনা ঘটলো। জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস) আগের হামলার দায় স্বীকার করলেও শনিবারের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি। বলখ পুলিশের মুখপাত্র মো. আসিফ ওয়াজির বলেন, এখনো হতাহতের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি। তবে আহতদের মধ্যে তিন শিশু রয়েছে। বিস্ফোরণের কারণ সম্পর্কেও তাৎক্ষণিকভাবে পরিষ্কার হওয়া যায়নি। বিস্ফোরণে আহত আফগান সাংবাদিক

আতিক আরিয়ান বলেন, সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে এক তালিবান কর্মকর্তা বক্তব্য দেওয়ার পর একদল শিশু গান গাইছিল। ঠিক তখন বিস্ফোরণটি ঘটে। তারপর যে যার মতো করে অনুষ্ঠানস্থল থেকে পালানোর পথ খুঁজতে থাকেন। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে, ২০২১ সালে তালিবান পুনরায় ক্ষমতায় আসার আগে আফগান সাংবাদিকদের নিয়মিত টার্গেট করা হয়েছিল। এমনকি, অভিযোগ রয়েছে, আইএসের মাধ্যমে বেশ কিছু সাংবাদিকদের

হামলা চালিয়েছে আইএস। ২০২১ সালের আগস্ট থেকে আফগানিস্তানে আক্রমণ বাড়িয়েছে আইএস। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তালিবানের নিরাপত্তা বাহিনী ও সংখ্যালঘু শিয়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের টার্গেট করা হচ্ছে।

মধ্য এশিয়ার সঙ্গে আফগান বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্র বলখ। নতুন গভর্নর নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত কান্দাহার প্রদেশের গভর্নর অস্থায়ীভাবে বলখ পরিচালনা করবেন বলে জানা গেছে।



বিস্ফোরণে আহতদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

 ফটো : এএফপি

নিঃসঙ্গ খুনে তিমি কিসকার মৃত্যু

ওটাওয়া, ১১ মার্চ : কানাডার শেষ খুনে তিমি কিসকার মৃত্যু হয়েছে। দেশটির ওন্টারিও প্রদেশের সরকার শুক্রবার রাতে এ খবর জানিয়েছে। কিসকাকে যে থিম পার্কে রাখা হয়েছিল, সেখানেই সে মারা গেছে। দেশটির জেনিসিটর (জননিরাপত্তা বিষয়ক) সলোকেল মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ব্রেন্ট রস ই–মেইলে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, মেরিনল্যান্ড থিম পার্কে ৯ মার্চ তিমিটির মৃত্যু হয়। পেশালার ব্যক্তির তার



কিসকাকে সবচেয়ে নিঃসঙ্গ তিমি বলেছে প্রাণী অধিকার বিষয়ক দল পিপল ফর দ্য এথিক্যাল ট্রিটমেন্ট অব আনিমেলস (পিইটিএ)।

 ফটো : টুইটার

শেষকৃতা করেছেন। ওন্টারিওতে নায়গ্রা জলপ্রপাতে ম্যারিনল্যান্ড থিম পার্কের অবস্থান।

১৯৭৯ সালে তিমিটি ধরা পড়ে। তিমিটির বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। ম্যারিনল্যান্ড কর্তৃপক্ষ বলছে, সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহে কিসকার স্রাস্থের অবনতি হয়েছিল। থিম পার্কের বরাত দিয়ে স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীবিশেষজ্ঞ দল ও বিশেষজ্ঞেরা কিসকাকে ভালো রাখতে যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন। কানাডার স্বেচ্ছাসেবী দল আনিমেল জাস্টিস প্রাণীদের অধিকার নিয়ে

কাজ করে। এই দলটি খুনে তিমির চিকিৎসায় মেরিনল্যান্ডের কোনো অবহেলা আছে কি না, তা তদন্ত করবে।

প্রাণী অধিকার বিষয়ক দল পিপল ফর দ্য এথিক্যাল ট্রিটমেন্ট অব আনিমেলস (পিইটিএ) কিসকাকে বিশ্বের সবচেয়ে নিঃসঙ্গ অর্কা (খুনে তিমি) বলেছে। কিসকার জীবন ছিল দুঃখের। সাত বছর বয়স হওয়ার আগেই কিসকার পাঁচটি শাবক মারা যায়।

